

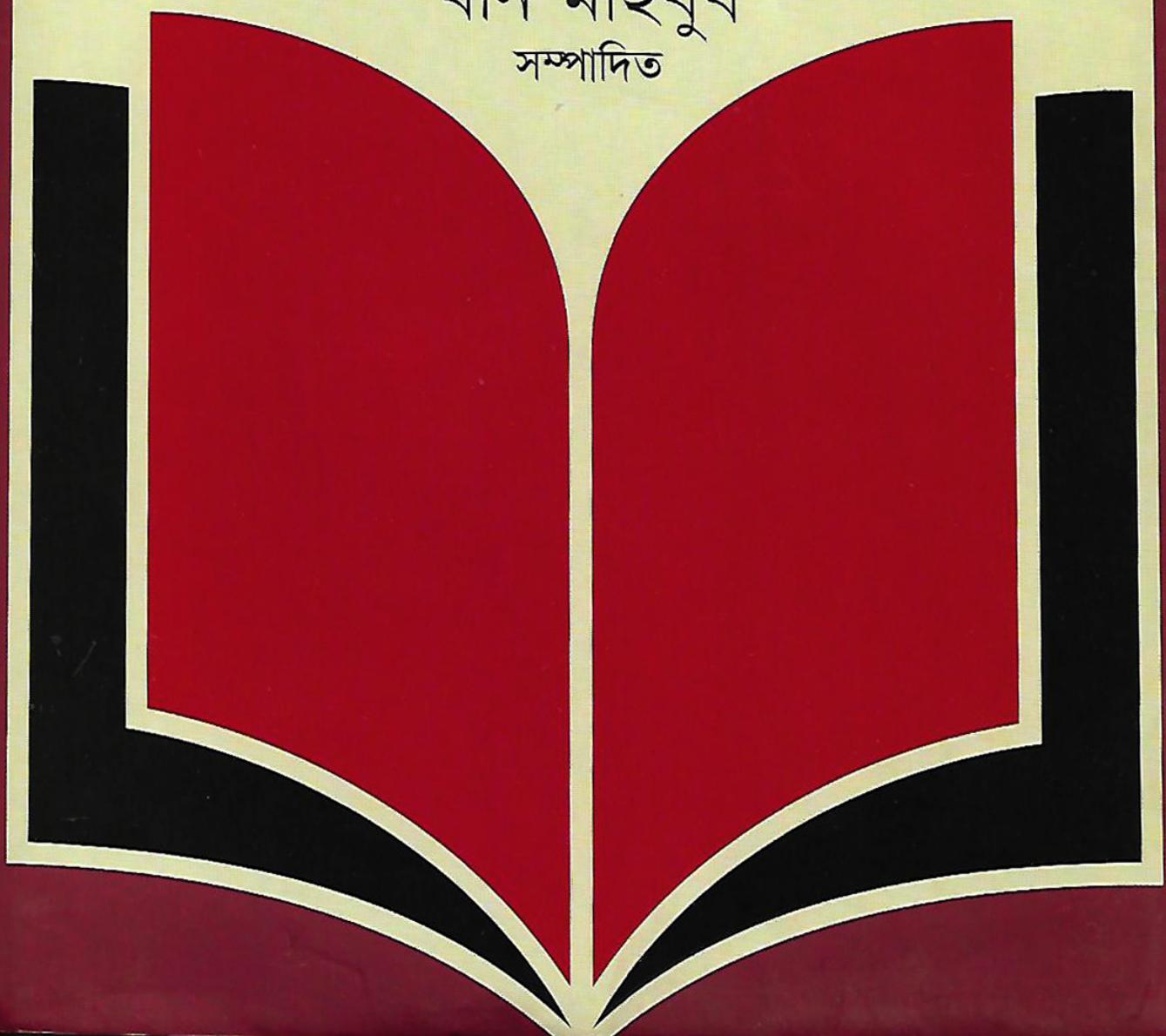


গ্রন্থচিঠি

মুদ্রণ ও প্রকাশনা

খান মাহবুব

সম্পাদিত



গ্রন্থচিত্তন

মুদ্রণ ও প্রকাশনা

খান মাহবুব
সম্পাদিত



গ্রন্থচিত্তন

মুদ্রণ ও প্রকাশনা

প্রবন্ধ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

স্বত্ত্ব : সম্পাদক

প্রকাশক : জশিম উদ্দিন

কথাপ্রকাশ

Email : jashimuddin1969@gmail.com

ফোন ০১৭৬৬৫৯০৮০৮

প্রধান কার্যালয়

৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন ৯৫৮৪৪৩৬, ৯৫৮৯৮৫২

প্রাণিস্থান

কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা ১১০০

ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬

এবং

কথাপ্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা)

শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, ফোন ৯৬৩৫০৮৭

মুদ্রক

সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০

ফোন ৯৫৩৩০২৯, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩

মূল্য : ৭৫০.০০

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

Gronthochinton edited by Khan Mahbub

Published by Jashim Uddin

Kathaprokash, 37/1 Banglabazar, Dhaka 1100, Ph. 9581942, 01766590404

First Published : February 2018

Price : Tk. 750.00

Email : kathaprokash@gmail.com, Web : www.kathaprokash.com

ISBN : 984 70120 0764 8

ঘরে বসে কথাপ্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

<http://rokomari.com/kathaprokash>

ভূমিকা

সচেতন ও জিজ্ঞাসু মনের মানুষ হিসেবে আমাদের বইয়ের গগ্নির মধ্যে সময়যাপনের এক ধরনের গরজ থাকে, যদিও জাগতিক ব্যস্ততায় তা অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। তবে নাগরিক সমাজে বইয়ের গুরুত্ব আমরা প্রণিধানযোগ্য হিসেবে গণ্য করি। আমাদের সকল শিক্ষার মৌল উপকরণ জীবন-অভিজ্ঞতা; আর তা আহরণ ও প্রকাশের পথ এই বই।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ববঙ্গের লাঙালিদের মাঝে রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ দারণভাবে তৈরি হয়েছিল। বই পড়ার এই তাগিদের তুলনায় সে সময় বই সরবরাহের গতি ছিল কম। কিন্তু বাজারে এখন অনেক বই, যদিও ভালো বই অনেক কম। মন্দিকে বই পড়ার ক্ষেত্রেও এখন অনেকটা ভাটার টান। অনেকেই মনে করেন, সর্বনাশ কিছু প্রযুক্তি মানুষকে বইবিমুখ করে তুলছে। এসব নেতিবাচক কারণ আমাদের প্রকাশনা-জগৎকেও প্রভাবিত করছে।

সভ্যতা বিকাশের একটি পর্যায়ে প্রাচীনকাল থেকেই মুদ্রণ ও প্রকাশনা বড় ভূমিকা পালন করে এসেছে। বলা যেতে পারে, মুদ্রণশিল্পের বিকাশের ইতিহাস পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। মুদ্রণশিল্পের বিকাশে চীন ও কোরিয়ার ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার্য হলেও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রকাশনাশিল্পের অগ্রগতি ধীরে চলেছে, বিশেষ করে আমাদের দেশে। বিংশ শতাব্দী ও একবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন হলেও এ দেশে প্রকাশনা পেশা এখনো শক্ত ভিত্তের ওপর গড়ে উঠেনি। সে কারণে প্রকাশনা এখনো শিল্পের মর্যাদা পায়নি। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে তা এখনো তেমন গুরুত্ব পায়নি। আমরা জানি যে, বর্তমান সরকারের মুদ্রণ শিল্পনগরী করার পরিকল্পনা রয়েছে। মুদ্রণ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে এ এক ধাপ অগ্রগতি। তবে

প্রকাশনাশিল্পের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলে উন্নত দেশগুলোর মতো এটি বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রকাশনাশিল্প প্রত্যাশা অনুযায়ী বিকশিত হলে আমাদের যুবসমাজ পাবে নতুন কর্মক্ষেত্র। দেশীয় প্রকাশনা পাবে নবতর গতি। বাংলা ভাষার প্রকাশনার জগতে দেখা যাবে শিল্পিত প্রকাশনাকর্মের অপার সম্ভাবনা। বাংলাদেশের যোলো কোটি বাংলাভাষী মানুষ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সমসংখ্যক বাংলাভাষী মানুষের বসবাস রয়েছে। এত বিশাল বাজার খোলা থাকলেও বাংলা ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশে প্রকাশনার অবস্থান এখনো সুসংহত নয়। প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও শিক্ষণপদ্ধতিও খুব একটা লক্ষণীয় নয়।

সাতচট্টিশের দেশভাগের পর কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু লেখক ও প্রকাশক ঢাকায় চলে এসে পূর্ববাংলায় সৃজনশীল প্রকাশনার সূচনা করেন। ভাষার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ছিল, ময়ত্ব ছিল; কিন্তু পেশাদারিত্বের জায়গায় ছিল ঘাটতি। এই ঘাটতির ধারা একান্তরের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় পর্যন্ত ব্যাপ্ত। প্রকাশনার মতো শিল্পিত মাধ্যমে এর উন্নয়নের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজন।

প্রকাশনাবিষয়ক শিক্ষার প্রসার এবং একে উচ্চশিক্ষার বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নিতে ড. বিমল গুহ ও আমার এক দশকের অবিরাম প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রিন্সিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের যাত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন। ২০১৫ সালের মে মাসে বিভাগটি প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. সুধাঙ্গ শেখের রায় একটি সর্বাংসনুদর প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে এ বিভাগে দেড় বছর মেয়াদি এমএ প্রোগ্রাম চালু হয়েছে এবং ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে চালু হচ্ছে চার বছর মেয়াদি অনার্স প্রোগ্রাম। বিভাগের অনার্স প্রোগ্রামের সিলেবাসে মুদ্রণ ও প্রকাশনা এবং আনুষঙ্গিক নানা বিষয় এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, অনার্স প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল মুদ্রণ ও প্রকাশনাকারী তৈরি হবে। কিন্তু মাত্তাভাষ্য এসব বিষয়ে তেমন বই নেই। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত বইয়ের অপ্রতুলতার বিষয় বিবেচনা করে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বইটিতে এক মলাটে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়েছে; গ্রন্থটিতে প্রকাশনার ইতিহাস, সম্পাদনা, টাইপোগ্রাফি, বইমেলা, মেধাস্বত্ত্ব, মুদ্রণ-প্রযুক্তি, গ্রন্থসৌর্য, বানান, ই-বুক, শিশুদের প্রকাশনা, প্রচ্ছদ, অলংকরণসহ নানা

নিয়মকে ধারণ করার প্রচেষ্টা রয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত থেকে প্রকাশিত নির্ভুল লেখাও বিষয়ের উপযোগী বিবেচনা করে এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে।

প্রিন্সিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই গ্রন্থ একটি উপযোগী পাঠ্সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হবে—এ আমার বিশ্বাস। বিভিন্ন নিয়য়ে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রকাশনা বিষয়ে নানামাত্রিক লেখা খণ্টিভাবে সংগ্রহ কষ্টসাধ্য, শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল—সেই বিবেচনায় গ্রন্থটি একটি কার্যকর ও উপযোগী সহায়ক পুস্তক হিসেবে মুদ্রণ ও প্রকাশনার নানা বিষয়ের জোগান দেবে। তবে এই গ্রন্থ শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্থীদের জন্যই উপযোগী তা নয়; প্রকাশনা বিষয়ে আগ্রহী যে কোনো পাঠক ও গবেষকের জন্যও বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রকাশনা জগৎকে মনোহর ও প্রাতিষ্ঠানিকতার আদলে সাজাতে এই গ্রন্থের লক্ষজ্ঞান এই বিষয়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। কারণ, পরিকল্পনা থেকে প্রকাশনার নানা খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত নিরীক্ষাধর্মী মনোভাব নিয়ে গ্রন্থটির লেখা নির্বাচন করা হয়েছে। একটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যেসব ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, সেসব বিষয়ে তথ্য-উপার্জনভিত্তিক জ্ঞানের সমাহার এই গ্রন্থের মৌল লক্ষ্য। গ্রন্থ প্রকাশনা কীভাবে আমাদের জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে, কীভাবে সভ্যতার চেতনার বাহন হয়ে ওঠে এবং কীভাবে প্রকাশনা ও পেশা হিসেবে সভ্য সমাজের উপযোগী বিষয় হয়ে ওঠে—তা এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতে নির্দেশিত হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশনায় আমার সকল চিত্তন ও পরিকল্পনাকে অর্থলাপ্তি করে কাগজের জমিনে বাস্তবে রূপায়ণ করেছেন বস্তুসম প্রকাশক জিসিম উদিন; তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর দায়িত্ববেধ ও আস্তরিকতা এই গ্রন্থ ত্বরিত প্রকাশে প্রশংসনার দাবি রাখে। বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রিন্সিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সুধাঙ্গ শেখের রায়ের সুপ্রামাণ্য, সহযোগিতা ও ইতিবাচক মনোভাব স্মরণযোগ্য। সেই সাথে কবি ও প্রকাশনা-বিশেষজ্ঞ ড. বিমল গুহের উৎসাহ, প্রামাণ্য এবং প্রিন্সিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের সম্প্রিষ্ঠ শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতা উৎসাহ-উদ্দীপক।

যেসব সম্মানিত লেখকের লেখা স্থান দেওয়া হয়েছে, তাঁদের সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থের প্রকাশ প্রাকলগ্নে স্মরণ করাই। গ্রন্থের বর্ণবিন্যাসে রাফিউদ্দিন খান এবং রাফিউল শিল্পী মুহেব্বাজেন বিপুলের আগ্রহ আমাকে স্পর্শ করে।

গ্রন্থ সন্নিবেশিত লেখাগুলো পাঠকদের সুবিধার্থে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে। সুচিপত্র প্রকাশনার ধারাক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত

করা হয়েছে এবং বাংলা বর্ণক্রম অনুযায়ী প্রতি বিভাগের লেখকের ক্রম সাজানো হয়েছে।

আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাংলাদেশ তথা দেশের প্রকাশনাশিল্পের সার্বিক উন্নয়ন এবং দেশের প্রকাশনাশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই পেশাকে বিশ্বাঙ্গমে তুলে ধরা। এই গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই কার্যক্রম আরেকটু গতি লাভ করল। আমি বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের প্রকাশনা অঙ্গ সময়ের মধ্যেই একটি শিল্পের মর্যাদা নিয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে দেশের মানুষের প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌছবে; পাশাপাশি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রকাশনা একটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ্রন্থটি পাঠান্তে কোনো অকার অক্টি-বিচুতি সেখে পড়লে তা উল্লেখপূর্বক মতামত জানালে পরবর্তী সংক্রান্ত সংশোধন ও পরিধি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমরা জানি বই মানুষকে আশাবাদী করে, সামাজিক হতে শেখায়, অনুপ্রাণিত করে; বইপুরো মানুষ অনেক মানবিক হয়, মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। আসুন, মানুষকে বইমুখী করার আন্দোলন এবং প্রকাশনাশিল্পের অগ্রগতিকে আরো জোরদার করি।

সবাইকে নিরস্তর শুভেচ্ছা।

তারিখ : ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পতাকা-৫, সড়ক-৭, ধানমন্ডি, ঢাকা
mahbub.sahana@gmail.com

খান মাহবুব
গবেষক, প্রকাশক ও খণ্ডকালীন শিক্ষক
প্রিন্টিং এন্ড পার্লিকেশন স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সূচি

ইতিহাস

- বাংলা বইয়ের কথা • চিত্রজগন বন্দেয়াপাধ্যায় || ১৫
বাংলাদেশের প্রকাশনার পটভূমি : ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তান-পর্ব • মফিদুল হক || ২৩
সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা বই ও ছাপাখানা • মুহম্মদ সিদ্দিক খান || ৩৮
৩০ বাজারের কেতাবপত্তি • মোহাম্মদ আবদুল কাইউম || ৪৮
সেকালের বাঙালা মুদ্রিত গ্রন্থ • রাজেন্দ্রকিশোর সেন || ৭২

মুদ্রণ

- অবিভক্ত বাংলায় মুদ্রণশিল্পের উত্তরণ • ড. মো. আবদুস সোবাহান হীরা || ৯১
প্রবালশনায় মুদ্রণশিল্পী বা টাইপোগ্রাফি • কামরুল হাসান শায়ক || ১০৭
গুটেনবার্থ থেকে অফসেট : লম্বা যাত্রাপথে ছাপাখানা • রাতুল দত্ত || ১১৯
বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা • ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দেয়াপাধ্যায় || ১২৮
মুদ্রণ-প্রযুক্তি ও গ্রন্থ প্রকাশনা • মিজি তারেকুল কাদের || ১৩৯
পাদলা মুদ্রাক্ষেপের ইতিবৃত্ত ও সমালোচনা • যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ || ১৬৯
মুদ্রণশিল্প : নবিসি থেকে প্রাতিষ্ঠানিকতা ও প্রসঙ্গ কথা • ড. সুধাংশু শেখর রায় || ১৯৫

পাদনা ও প্রকাশনা

- প্রদের প্রকাশনা ছেটদের জগত • আনজীর লিটন || ২০৫
বাংলাশিল্প-সংকট ও সিভিকেট বাণিজ্য • আনিস রহমান || ২১০
বাংলানার কয়েকটি ধাপ • কাদের মাহমুদ || ২২৮
বাংলাশিল্প প্রকাশনা সম্পর্কে কিছু কথা • খান মাহবুব || ২৪৩
বাংলার বিভিন্ন গোলাম মঙ্গনউদ্দিন || ২৫০
বাংলাশিল্পীন প্রকাশনাশিল্পে আমাদের শিল্পীদের ভূমিকা • জাহিদ মুস্তাফা || ২৫৬
বাংলাশিল্পের প্রয়োজন : প্রতিমোচন • জি এইচ হারীব || ২৬২
বাংলাশিল্পীর ক্ষেত্রে প্রাফ রিডিংমের গুরুত্ব • তপন বাগচী || ২৬৭
বাংলা প্রকাশন : গ্রন্থপরিকল্পনা, সম্পাদনা ও এর ভবিষ্যৎ • তারিক সুজাত || ২৭৪
বাংলা রিডিং ও কপি এভিটিংয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য • নাজিম সেলিম বুলবুল || ২৮৪
এ গ্রন্থ এবং কাগজের বই • ফিল্মে হক সৈকত || ২৯১

বাংলা ভাষায় ডিজিটাল প্রকাশনা ০ ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী ॥ ২৯৫
 বাংলাদেশের প্রকাশনা : তথ্য-উপাত্ত এবং প্রকাশনার গুণগত মান বিবেচনা ০ বদিউদ্দিন নাজির ॥ ৩০৪
 বাংলা মুদ্রণে বেসরকারি ব্যবসায়িক উদ্যোগ ০ ড. বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ৩১৭
 যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনার গুরুত্ব ০ ড. বিমল গুহ ॥ ৩৩১
 বাংলাদেশের সাহিত্যের পাঠক : কতজন কী বই পড়ছেন? ০ মো. মাজেদুল হাসান ॥ ৩৩৮
 প্রকাশনার অঙ্গসৌষ্ঠব : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ০ মনিরুল ইসলাম ॥ ৩৪৭
 গ্রন্থনির্মাণ : আঙ্গিক ও অলঙ্করণ ০ মোহসিনা ইসলাম ॥ ৩৫৬
 ছোটদের জন্য বই ০ লীলা মজুমদার ॥ ৩৬৮
 পাঠ্যপুস্তক প্রয়োগ ও সম্পাদনার ইতিবৃত্ত ০ ড. সরকার আবদুল মান্নান ॥ ৩৮৭
 বাংলাদেশে আধুনিক মুদ্রণপ্রযুক্তি ০ সিকান্দার ফয়েজ ॥ ৪০৬

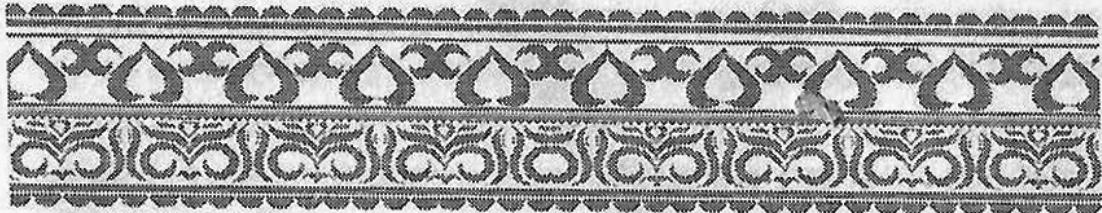
বইমেলা

বিশ্বের দীর্ঘতম বইমেলা : ঢাকার অঘর একুশে ০ আবদুশ শাকুর ॥ ৪১৭
 বইমেলা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ০ ফজলে রাবি ॥ ৪২৪
 বাংলা একাডেমির বইমেলা প্রসঙ্গে ০ বদরুদ্দীন উমর ॥ ৪৩১
 বইমেলার অন্যপিঠ ০ মুহম্মদ জাফর ইকবাল ॥ ৪৩৪
 বইমেলা আর বইয়ের শক্তি ০ রোবায়েত ফেরদৌস ॥ ৪৪০
 বইমেলার উজ্জবের ইতিহাস এবং নতুন আঙ্গিক ও পরিসরে নব-মাত্রিকতা লাভ ০ শামসুজ্জামান খান ॥ ৪৪৫
 বইমেলার মু ০ সৈয়দ শামসুল হক ॥ ৪৪৯
 আমাদের বইমেলা ০ হৃমায়ুন আজাদ ॥ ৪৫৩

বিবিধ

প্রসঙ্গ গ্রন্থ-চিত্রণ : উনিশ শতক ০ অর্কপ্রত বসু ॥ ৪৬১
 পুঁথি, প্রচন্দ ও অলংকরণ : শুভ থেকে আজ ০ কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪৭০
 বইয়ের নেশায় ছয়টি দশক ০ পলান সরকার ॥ ৪৭৬
 বইয়ের প্রচন্দ ও অলংকরণ—লেটারপ্রেস আর অফসেট যুগে ০ প্রদীপ চক্রবর্তী ॥ ৪৮০
 বইয়ের ম্যুত্য নাকি পুনর্জন্ম? ০ মাসবুর আরেফিন ॥ ৪৮৭
 সাহিত্যস্তোর যেধান্ত চেতনা ০ মুহম্মদ নূরুল হৃদা ॥ ৪৯২
 বাংলা হরফের ডিজিটাল যাত্রা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ০ মোস্তাফা জব্বার ॥ ৪৯৬
 পাঠাগারের প্রাচীন ইতিহাস ০ শিপন রহমান ॥ ৫১৫
 ভিন্নদেশি কিছু নিষিদ্ধ বই ০ সিপাহী রেজা ॥ ৫২৪
 প্রচন্দ নিয়ে আড়ডা ০ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়,
 দেবজ্যোতি দত্ত, সৌরভ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত মাজি ও সুগত রায় ॥ ৫৩১
 বাংলাদেশে লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক : ইন্দুর-বেড়াল খেলা! ০ সৈকত হাবির ॥ ৫৪১
 চুক্তিপত্র ০ সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৫৪৮

ମୁଦ୍ରଣ



অবিভক্ত বাংলায় মুদ্রণশিল্পের উত্তরণ

ড. মো. আবদুস সোবাহান হীরা

ভূমিকা : ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলায় মুদ্রণশিল্প অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়। মূলত ইউরোপের জার্মানিতে পঞ্জদশ খ্রিস্টাব্দের দশকের শেষার্ধে মেকানিক্যাল প্রক্রিয়ায় মুদ্রণশিল্পের অগ্রযাত্রা। জার্মানির অধিবাসী জুহানেস গুটেনবার্গ হলেন এই মেকানিক্যাল মুদ্রণের (Mechanical Printing) প্রক্রিয়ায় Metal Movable-type Printing-এর আবিক্ষারক। সূচনালগ্নে শুধু Metal Movable-type Printing প্রক্রিয়ায় পরপর অক্ষরবিন্যাস করে লেটার প্রেসে ছাপার প্রচলন দেখা যায়। কালের বিবর্তনে এই মুদ্রণশিল্পের অভাবনীয় বৈপ্লাবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে আরো আধুনিক পদ্ধতিতে কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রয়োগে পি.এস. প্রেটে অক্ষর ও ইমেজ স্থানান্তর করে চাররঙে অফসেট, ডিজিটাল প্রিন্টিং ও স্ক্রিনপ্রিন্ট মেশিনে কাগজ, ম্যাটপেপার, প্যানাক্লেচুর কাপড়, ইত্যাদিতে উন্নতমানের ছাপা হয়ে থাকে। ভারতের গোয়ায় ষোড়শ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চাশের দশকে মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। এর দুই খ্রিস্টাব্দের পর ভারতের কলকাতায় অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলায় মুদ্রণশিল্পের সূচনা। এই ধারাবাহিকতায় পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দের চলিশের দশকে এই মুদ্রণশিল্পের আগমন ঘটে, যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। এই প্রবক্ষে দুই বাংলার মুদ্রণশিল্পের অগ্রগতি কি কি পন্থায় সাধিত হয়েছে, এই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

১. মুদ্রণশিল্পের সূচনাকাল : অবিভক্ত বাংলায় মুদ্রণশিল্পের উত্তরণ আলোচনার প্রাকালে মুদ্রণশিল্পের গোড়ার কথা কিছুটা জানার আবশ্যিকতা রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মুদ্রণশিল্পের আধুনিক উন্নয়ন ঘটলেও এর পশ্চাত্পটের ইতিহাস অনেকটা ভিন্ন। অর্থাৎ মুদ্রণ বা ছাপার ধারণা জন্ম নেয় প্রাগেতিহাসিক গুহাশিল্পীরা গুহাগাতে সরাসরি হাত রেখে বাঁশের চোঙ বা হাঁড়ের চোঙে রঙ ঢুকিয়ে ফু দিয়ে বা স্প্রে করে

হাতের ছাপ নিয়ে যে নির্দশন রেখে গেছেন তা থেকে। হাতের ছাপের যে ধরন রয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায়, এই ছাপ আধুনিক স্টেনসিল প্রক্রিয়ার অনেকটাই কাছাকাছি। খ্রিস্টজন্মের দুই হাজার বছর পূর্বে আচীন শিশেরে কাঠখোদাই বা Wood engraving বলকে কাপড় ছাপার প্রচলন শুরু হয়েছিল বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। তবে কাপড় বা কাগজে ছাপার ব্যাপক ব্যবহারের প্রয়োগ দেখা যায় চীন দেশে। মধ্যাচনে ১০৫ খ্রিস্টাব্দে কাগজ আবিষ্কারের পরই মূলত কাঠের উপরিতলে অঙ্কর ও চিত্র খোদাই করে ব্লক তৈরি করে একই সঙ্গে একরঙে হাতে ঘষে ছাপ বা মুদ্রণের নির্দশন পরিলক্ষিত হয়। ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্তি 'ভায়মত সূত্র' চৈনিক ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই গ্রন্তে শিশ সহস্রাধিক কাঠের ব্লকের ব্যবহারের নির্দশন রয়েছে (চিত্র ১)। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম Movable-type Printing press কৌশল আবিষ্কার হয় ১০৪০ থেকে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চীনে নর্থান সং (Northern Song) শাসনকালে। চীনে এই Movable-type Printing press-এর প্রথম আবিষ্কারক হলেন বি সেং (Bi Sheng, ৯৯০-১০৫১)। এ সময় পেপার বুক তৈরি করা হয় পরসিলিন (Porcelain) উপাদানে। বলা যায় এখান থেকেই মুদ্রণশিল্পের প্রারম্ভিক সূচনা (চিত্র ২)।



চিত্র ১ : কাঠখোদাই ব্লকে হাতে ঘষে মুদ্রিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্তি 'ভায়মত সূত্র', ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ

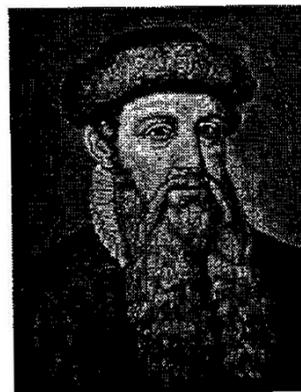


চিত্র ২ : ইয়েন রাজত্বকাল, উড়োক থেকে মুদ্রণ বা ছাপ

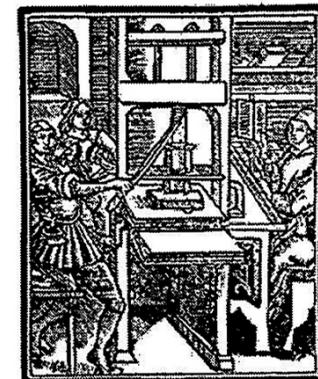
পরবর্তীকালে এই শিল্প মেকানিক্যাল প্রিন্টিং-এ আধুনিকতায় বিকাশ লাভ করে ইউরোপে পথদেশ খ্রিস্টাব্দে। জার্মানিতে জন্যগ্রহণকারী ব্লাকস্মিথ, গোল্ডস্মিথ, ছাপাইকর, প্রকাশক, এনহেভার এবং আবিষ্কারক জুহানেস গুটেনবার্গ (Johannes Gutenberg, ১৪০০ - ফেব্রুয়ারি ৩, ১৪৬৮) ১৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে মেকানিক্যাল প্রিন্টিং পদ্ধতিতে Metal Movable-type Printing এবং Printing press-এর সূচনা করেন। তাঁর পুরোনাম Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg. (চিত্র ৩) তিনিই সর্বপ্রথম টাইপ মেটাল, হ্যান্ডমোড কাস্টিং টাইপ

মেথড বা পদ্ধতি উন্নৱন করেন। লেড, টিন ও অ্যান্টিমনি মিশ্রণে তাঁর উন্নৱিত পদ্ধতিতে তৈরিকৃত স্বতন্ত্র হরফ ছাপার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হয় (চিত্র ৪,৫)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা সমীচীন :

Gutenberg in 1439 was the first European to use the printing press and movable type in Europe. Among his many contributions to printing are: the invention of a process for mass-producing movable type; the use of oil-based ink for printing books; adjustable molds; mechanical movable type; and the use of a wooden printing press similar to the agricultural screw presses of the period.



চিত্র ৩ : জুহানেস গুটেনবার্গ (১৪০০ - ফেব্রুয়ারি ৩, ১৪৬৮) মেটাল মুদ্রণ টাইপ প্রিন্টিং প্রেস-এর আবিষ্কারক



চিত্র ৪ : মেটাল মুদ্রণ টাইপ প্রিন্টিং প্রেস



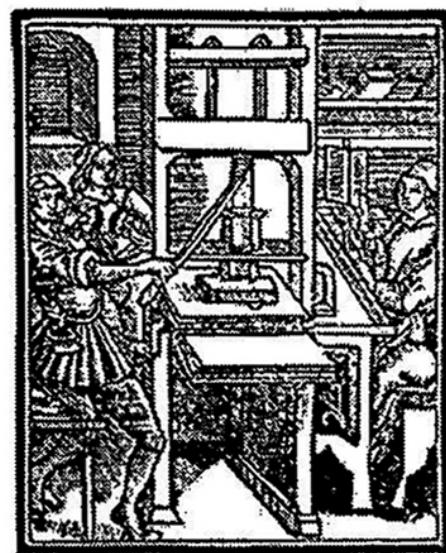
চিত্র ৫ : মেটাল মুদ্রণ টাইপ প্রিন্টিং প্রেস

মেথড বা পদ্ধতি উন্নাবন করেন। লেড, টিন ও অ্যান্টিমনি মিশ্রণে তাঁর উন্নাবিত পদ্ধতিতে তৈরিকৃত স্বতন্ত্র হরফ ছাপার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হয় (চিত্র ৪,৫)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা সমীচীন :

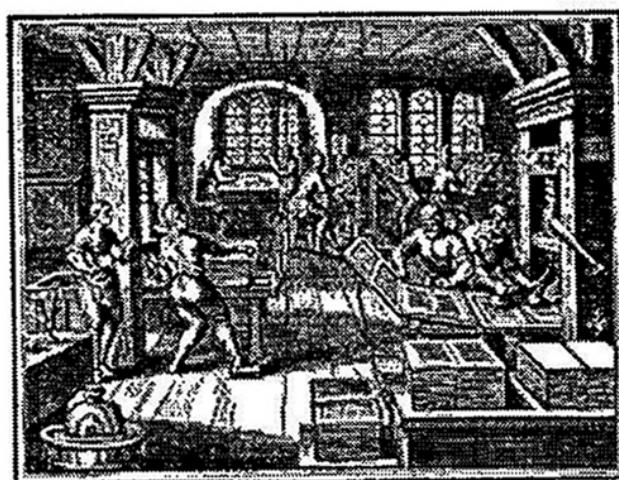
Gutenberg in 1439 was the first European to use the printing press and movable type in Europe. Among his many contributions to printing are: the invention of a process for mass-producing movable type; the use of oil-based ink for printing books; adjustable molds; mechanical movable type; and the use of a wooden printing press similar to the agricultural screw presses of the period.³



চিত্র ৩ : জুহানেস গুটেনবার্গ (১৪০০ -
ফেব্রুয়ারি ৩, ১৪৬৮) মেটাল মুভেবল টাইপ
প্রিন্টিং প্রেস-এর আবিষ্কারক



চিত্র ৪ : মেটাল মুভেবল টাইপ প্রিন্টিং
প্রেস



চিত্র ৫ : মেটাল মুভেবল টাইপ প্রিন্টিং প্রেস

হাতের ছাপ নিয়ে যে নির্দশন রেখে গেছেন তা থেকে। হাতের ছাপের যে ধরন রয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায়, এই ছাপ আধুনিক স্টেনসিল প্রক্রিয়ার অনেকটাই কাছাকাছি। খ্রিস্টজন্মের দুই হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন মিশরে কাঠখোদাই বা Wood engraving বলকে কাপড় ছাপার প্রচলন শুরু হয়েছিল বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। তবে কাপড় বা কাগজে ছাপার ব্যাপক ব্যবহারের প্রয়োগ দেখা যায় চীন দেশে। মধ্যাচ্ছন্নে ১০৫ খ্রিস্টাব্দে কাগজ আবিষ্কারের পরই মূলত কাঠের উপরিতলে অঙ্কন ও চিত্র খোদাই করে ব্লক তৈরি করে একই সঙ্গে একরঙে হাতে ঘষে ছাপ বা মুদ্রণের নির্দশন পরিলক্ষিত হয়। ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থ ‘ডায়মন্ড সূত্র’ চৈনিক ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে ত্রিশ সহস্রাধিক কাঠের ব্লকের ব্যবহারের নির্দশন রয়েছে (চিত্র ১)। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম Movable-type Printing press কৌশল আবিষ্কার হয় ১০৮০ থেকে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চীনে নর্থান সং (Northern Song) শাসনকালে। চীনে এই Movable-type Printing press-এর প্রথম আবিষ্কারক হলেন বি সেং (Bi Sheng, ৯৯০-১০৫১)। এ সময় পেপার বুক তৈরি করা হয় পরসিলিন (Porcelain) উপাদানে। বলা যায় এখান থেকেই মুদ্রণশিল্পের প্রারম্ভিক সূচনা (চিত্র ২)।



চিত্র ১ : কাঠখোদাই ব্লকে হাতে ঘষে মুদ্রিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থ ‘ডায়মন্ড সূত্র’, ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ



চিত্র ২ : ইয়েন রাজত্বকাল, উড়ুক থেকে মুদ্রণ বা ছাপ

পরবর্তীকালে এই শিল্প মেকানিক্যাল প্রিন্টিং-এ আধুনিকতায় বিকাশ লাভ করে ইউরোপে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দে। জার্মানিতে জনুগ্রহণকারী ব্লাকস্মিথ, গোল্ডস্মিথ, ছাপাইকর, প্রকাশক, এনগ্রেভার এবং আবিষ্কারক জুহানেস গুটেনবার্গ (Johannes Gutenberg, ১৪০০ - ফেব্রুয়ারি ৩, ১৪৬৮) ১৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে মেকানিক্যাল প্রিন্টিং পদ্ধতিতে Metal Movable-type Printing এবং Printing press-এর সূচনা করেন। তাঁর পুরোনাম Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg. (চিত্র ৩) তিনিই সর্বপ্রথম টাইপ মেটাল, হ্যান্ডমোড কাস্টিং টাইপ

তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে অতিদ্রুতগতিতে বহুসংখ্যক ছাপের প্রযোজন হারেও গ্রহণ করা হয়। এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সাথেয়ে এই মুদ্রণশিল্পের প্রসার ঘটে। পর্যায়ক্রমে আধুনিক প্রযুক্তিতে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে অফসেট প্রিন্টিং (Offset printing), ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে লেজার প্রিন্টিং (Laser printing), ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ক্রিনপ্রিন্টিং এবং ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ডিজিটাল প্রিন্টিং (Digital printing) উভাবনের ফলে মুদ্রণশিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

২. অবিভক্ত বাংলায় মুদ্রণশিল্পের উত্তরণ

এক সময় ভারতবর্ষে হস্তলিখিত গ্রন্থের প্রচলন ছিল। এই লিখিত গ্রন্থের অবসান ঘটিয়ে সর্বপ্রথম ভারতের পক্ষিম উপকূল গোয়ায় পর্তুগিজ খ্রিস্টান ধর্মীয় সংঘ মিশনারিয়া খ্রিস্টান ভাবাদর্শের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রচারের কৌশল হিসাবে গ্রন্থ মুদ্রণের পরিকল্পনা করেন। এই লক্ষ্যে পশ্চিম দেশের সমসাময়িককালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের এই উপমহাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ছাপাখানার আর্বিভাব ঘটে। এই ছাপাখানা আগমনের পরই কাগজে ব্লক দিয়ে গ্রন্থ ছাপা বা মুদ্রণের সূত্রাপাত। ভারতকোষের তথ্য মতে, ‘পর্তুগিজদের অনুসরণে ভারতে মুদ্রণ পদ্ধতি অনুপ্রবেশ করে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে।’^১ গোয়ায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে কাঠ বা ধাতুপাতে খোদাই ব্লকের সাহায্যে কাগজে একাধিক ছাপ নেওয়া সম্ভব এই উপমহাদেশে তা অজানাই ছিলো। এবং এই চিন্তাচেতনা বাস্তবে রূপান্বনকলে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর লিসবন থেকে মিশনারিয়া কাঠসহযোগে তৈরি নড়ানো-চড়ানো সম্ভব এ ধরনের দুটি সচল মুদ্রণযন্ত্র জাহাজ দিয়ে গোয়ায় নিয়ে আসেন। [‘They imported printing press and movable types from Lisbon and on 6th September 1556 two wooden Presses arrived in Goa by ship.’]^২

ভারতে আগত মুদ্রণযন্ত্রের সুদৃঢ় কারিগর জয়ে ডি বাস্টামেন্টি (Joaõ de Bustamante)-এর তত্ত্বাবধানে অঙ্গুলিনের মধ্যে মিশনারিয়া তাঁদের আনা দুটি মুদ্রণযন্ত্র গোয়ায় প্রতিষ্ঠাপন করেন। এবং এই খ্রিস্টাব্দেই তাঁরা সর্বপ্রথম পর্তুগিজ ধর্ম বিষয়ক ‘কনকুসোয়েস এ উত্তরাস কয়সাস’ (Concluse-e-Outras Coisas) নামক গ্রন্থটি মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির মাধ্যমেই আমাদের ভারতবর্ষে ছাপার গোড়াগতন বলা যায়। এ সময়ে আরও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনন্ত কাকবা প্রিয়োলকার

১৪ প্রাচীনতম : মুদ্রণ ও প্রকাশনা

তাঁর ‘দি প্রিন্টিং প্রেস ইন ইন্ডিয়া’ (The printing press in India) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: ‘১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গোয়ায় মোট ৩৪টি বই ছাপা হয়, যদিও তার মধ্যে ১৫৫৬ থেকে ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছাপা প্রথম পাঁচটি বইয়ের এখন আর কোন হাদিস পাওয়া যায় না।’^৩ এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পুরানো ‘কম্পেন্ডিও স্পিরিচুয়াল ডা ডিডা খ্রিস্টা’ নামক যে মন্ত গ্রন্থটি সংরক্ষিত রয়েছে, সেটি ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে গোয়ায় ছাপা হয়েছিলো। এই সমস্ত গ্রন্থ সচিত্রকরণে কাঠখোদাইকৃত আদ্যাক্ষর, মনোগ্রাম, কলোফোনস এবং হাবির সদৃশ নানান বর্ণের ছাপচিত্র ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছিল।

অতঃপর ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ ভারতের ছাপার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। এই বছর ‘দ্যুতরিনা খ্রিস্টা’ বলে একটি গ্রন্থ তামিল হরফে ছাপা হয়। সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষার হরফ গনসালভস বলে একজন স্প্যানিশ মুদ্রাকর কেটেছিলেন।^৪ অবশ্য এর মূল গ্রন্থটি গোয়ায় ১৫৫৬-৬১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল। অপরদিকে ১৬৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই)-এ মুদ্রণশিল্পের সূচনা ঘটে। ধারণা জন্মে, বোম্বাইয়ে আসার সময় সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র ও কিছুসংখ্যক মুদ্রণ বন্ধসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আসেন হেনরি টিলস নামক এক ইংরেজ অনুলোক। তবে আজ অবধি এ ধরনের কোনো নির্দর্শনের হাদিস ঘেলেনি। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে গোয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর হয়ে বৈতশাসনের অবসান ঘটান। ফলে কোম্পানির সরকারকে শাসিতের মুখ্যমুখ্য দাঁড়াতে হয়। এই প্রশাসনের তাঁগিদে তারা এদেশের লোকদের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা ও রাজনীতি জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই লক্ষ্যে আমাদের বাংলাদেশে ছাপাখানার আগমন ঘটে গোয়ায় ছাপাখানা আসার ২২২ বছর পর। অর্থাৎ ‘খ্রিস্টীয় ১৭৭৭-৭৮ অন্তে।’^৫

ইঙ্গ-ভারতী কোম্পানির কর্মচারীদেরকে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনার্থে বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত ন্যাথানিয়েল ব্রাস হলহেড (N.B. Halhed, মে ২৫, ১৭৫১, - ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৮৩০) ইংরেজি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু, এই গ্রন্থে বাংলা ভাষায় উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরের ব্লক বা ছাঁচ তৈরির প্রয়োজন পড়ে। এই ব্লক তৈরির জন্য ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আগত হলহেডের বন্ধু ইংরেজ কোম্পানির অপর কর্মচারী সংস্কৃতজ্ঞ উইল্কিন্স (C. Wilkins, ১৭৪৯-?)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত সুদক্ষভাবে বাংলা অক্ষর বা হরফ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত হরফেই হলহেডের ‘A Grammar of the Bengal Languse’ গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল ‘হগলিতে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা অক্ষরে মুদ্রণের ইতিহাস এই থেকেই শুরু।’^৬

(চিত্র : ৬, ৭, ৮)

বেঙ্গলী শব্দান্ত
হার্ডিংকন প্রকাশন
ক্ষয়তে হাসেদত্তজ্ঞ

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALLED.
ইংরাজী মাল্যাবাদ প্রয়োগ প্রকাশন
পুস্তকালয় কলকাতা সম্পর্কে নথি মুদ্রণ
PRINTED
AT
HOOGHLY IN BENGAL
MDCCLXXVII

চিত্র ৬ : মুভেল হরফে মুদ্রিত হলহডের 'এ
গ্রামার অব দি বেঙ্গল লেখুয়েজ' এছের পৃষ্ঠা



চিত্র ৭ : মুভেল হরফে মুদ্রিত হলহডের 'এ
গ্রামার অব দি বেঙ্গল লেখুয়েজ' এছের পৃষ্ঠা

A GRAMMAR OF THE
BENGAL LANGUAGE
NATHANIEL BRASSEY HALLED.
ইংরাজী মাল্যাবাদ প্রকাশন
পুস্তকালয় কলকাতা সম্পর্কে নথি মুদ্রণ
চৰিত্ৰ হৰফ চৰি বৰু দুই জন ॥
অৱ সেৱা মহা বেলৈ ধৰে তাৰ মূলে ॥
দোষিয়া ইল হাস কৰত সতা তৈল ॥
লেপ থৰি চড় যাবে বজ্রের সমান ॥
এক চড় দৰ তাঙি বৰে থাল ধানে ॥
অৱ সত পঁচ হয় নিবাৰল তৈল ॥
অভিযান সোম্যান্ত মেঘেৰে চালন ॥
সতা যষ্টি সোম্যদত্ত পাইয়া আভিযান ॥
উপসা বৰতে বল বৰাইল পঞ্চান ॥
ঘৰাণ বৰসৰ লেই হৈল অনাধীনে ॥
এক চিত্ত সোম্যদত্ত সেৱে মহে খৰে ॥
সোস্যায় বদ হইৰ দেৱ দিগ্ব্যৰ ॥
হৰত চাতুয়া আইন বলেৱ তিতৰ ॥
শিৰ বল বৰ যার্ম সুলাই বাজল ॥
এত বল সোম্যদত্ত তাৰে পঞ্চান ॥ - শান

চিত্র ৮ : মুভেল হরফে মুদ্রিত হলহডের 'এ
গ্রামার অব দি বেঙ্গল লেখুয়েজ' এছের পৃষ্ঠা

ভাৱতবৰ্ষে সৰ্বপ্রথম মুদ্রণশিল্পে বাংলা হৰফ নিৰ্মাণ কৰে অমৱ হয়ে আছেন
উইলকিন্স। তাৰ এই কৰ্মজড়কে সফল কৰতে সহযোগিতাৰ হাত বাঢ়িয়ে

দিয়েছিলেন জোসেফ শেফার্ড ছাড়াও বাঙালি কাৱিগিৰ পঞ্চানন কৰ্মকাৰ ও
। গবেষী-বাসী মনোহৰ কৰ্মকাৰ। ন্যাথানিয়েল ব্ৰাসি হলহডে তাৰ বিখ্যাত বাংলা
ন্যাকৰণ গুৰুত্ব ছাপানোৰ সময় বাংলা হৰফ তৈৰিৰ ক্ষেত্ৰে চাৰ্লস উইলকিন্সেৰ
ক্ষতিতেৰ কথা একবাকেৰ স্মৰকৰণ কৰে এই গ্ৰন্থে লিখেছেন: তিনিই ছিলেন
পাত্ৰবিদ্যাবিশারত, খোদাই শিল্পী, চালাইকাৰী এবং মুদ্রাকৰ। [‘he has been
obliged to charge himself with all the various occupations of the
Metallurgist, the engraver, the founder and the printer.’]। বাংলা
অক্ষৰ বিশেষত বাংলা সাটে (ফাউন্টে) অক্ষৰ কাটা অন্যান্য ভাষার অক্ষৰ কাটা
থেকে জটিলত হওয়া সত্ত্বেও উইলকিন্স অভ্যন্ত দক্ষতাৰ সঙ্গে তা সমাধান
কৰতে সমৰ্থ হয়েছিলেন। শুধু হলহডেৰ বাংলা ব্যাকৰণ গুৰুত্ব ছাপাতে তাৰ
কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না; ১৭৮৫ খ্ৰিস্টাব্দেৰ দিকে তিনি কোম্পানিৰ ছাপাখানাৰ
জন্য বাংলা হৰফেৰ নতুন একটা সাট (ফাউন্ট) তৈৰি কৰেন এবং এই হৰফে
কোম্পানিৰ ছাপাখানা থেকে একটি গ্ৰাহমালা প্ৰকাশিত হয়েছিল।^১

কলকাতায় আষ্টাদশ খ্ৰিস্টাব্দেৰ দিকে সতোৱাটি ছাপাখানা এবং মুদ্রাকৰেৱ
সংখ্যা ছিলো চালিশজন। এন্দেৰ সকলেই ছিলেন ইউরোপিয়ান। ১৭৯৯ খ্ৰিস্টাব্দেৰ
মধ্যে তাৰা কমপক্ষে ৩৬৮টি গুৰু ছেপেছিলেন।^২ গুৰু ছাড়াও এ সময়ে বিভিন্ন
সাময়িক পত্ৰিকাও ছাপা হয়েছিল। ১৮০০ খ্ৰিস্টাব্দে শ্ৰীৱামপুৰে স্থাপিত ব্যাপ্টিস্ট
মিশন থেকে উইলিয়াম কেৱিৰ তত্ত্বাবধানে বাইবেল, খ্ৰিস্টধৰ্ম সম্পর্কিত গ্ৰন্থ,
ৱামায়ণ, মহাভাৰত বাংলা, ভাৱতীয় এবং অন্যান্য ভাষায় গুৰু ছাপা হয়েছিল।
এছাড়াও ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে প্ৰথম বাংলা সাময়িকপত্ৰ ‘সমাচাৰ দৰ্পণ’
প্ৰকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খ্ৰিস্টাব্দে। পূৰ্বোৱেৰ ন্যাথানিয়েল ব্ৰাসি হলহডেৰ
বিখ্যাত ‘বাংলা ব্যাকৰণ’ গুৰুত্ব ছাপানোৰ সময় বাংলা হৰফ তৈৰিৰ ক্ষেত্ৰে চাৰ্লস
উইলকিন্সকে সহযোগিতা কৰেছিলেন দুজন বাঙালি কাৱিগিৰ। উইলকিন্সসহ
বাঙালি কাৱিগিৰ পঞ্চানন কৰ্মকাৰেৰ এই প্ৰয়াসকে স্বীকৃতি জানিয়ে ১৮৩৪
খ্ৰিস্টাব্দে ‘ক্যালকাটা ক্ৰিষ্টিয়ান অবজাৰ্তা’ পত্ৰিকায় প্ৰকাশিত একটি প্ৰবন্ধে
জগত্যা মাৰ্সম্যান লিখেছেন: ‘A native named Panchanan, of the caste of
Smiths, who had been instructed in cutting punches by Lieut.
Wilkins, and wrought at the same bench with him in cutting the
Bengali fount of types.’^৩

সুতৰাং, দেখা যাচ্ছে—ইংৰেজদেৰ ছাপাখানায় বাঙালি কাৱিগিৰেৱা যে
স্বতঃকৃতভাৱে কাজ কৰেছে, তাৰ যথেষ্ট নিৰ্দৰ্শন আমৱা পাই । ১৮০৭ থেকে ১৮৪৮
খ্ৰিস্টাব্দে শ্ৰীৱামপুৰ থেকে ছাপাকৃত বিভিন্ন সমসাময়িক পত্ৰপত্ৰিকাসমূহে।
আষ্টাদশ খ্ৰিস্টাব্দেৰ শেষেৰ দিকে বাংলা হৰফ সূচনাৰ মধ্য দিয়ে গুৰু মুদ্রণেৰ পথ

খোদাই চিত্রগুলি রচনা করেন। কিংবা বাকি চারটি চিত্র কাঠখোদাই হওয়ায় শিল্পী রামচান্দের স্বাক্ষর বর্জিত। এছাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখিত আছে।^{১২}

‘অনুদামঙ্গল’ গ্রন্থে প্রথম ধাতুখোদাই ব্লকে ছাপাকৃত চিত্রটি হলো—‘অনুপর্ণা’ নামক দেবী বা মূর্তির (চিত্র ৯)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গঙ্গাকিশোর কর্তৃক বাংলা ধারায় প্রথম সচিত্র ‘অনুদামঙ্গল’ এছাটি প্রকাশিত হলেও মূলত বাংলার নিজস্ব (ভাগোলিক সীমানা পরিধির মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটিই সর্বপ্রথম সচিত্র গ্রন্থের প্রবন্ধন করেন, যা এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় :

‘এসিয়াটিক রিসার্চেস’-এর প্রথম খণ্ডে (১৭৮৮) নবম অধ্যায়ে সার উইলিয়াম জোন্স রচিত ‘অন দি গডস অব গ্রীস, ইটালি অ্যান্ড ইন্ডিয়া’ প্রবন্ধে গনেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কুবের, কার্তিক, কৃষ্ণ, সূর্য, রাঘ, নারদ, প্রমুখ দেবতার যে চৌদ্দটি পূর্ণপৃষ্ঠা ধাতুখোদাই চিত্র মুদ্রিত হয় সেগুলিই এদেশে গ্রহাকারে প্রকাশিত প্রথম চিত্রের নির্দর্শন।^{১৩}



চিত্র ৯ : গঙ্গাকিশোর-প্রকাশিত ‘অনুদামঙ্গল’ এছাটিগে ব্যবহৃত ‘অনুপর্ণা’
নামক দেবীর চিত্র (মেটাল এন্থেভিং)

‘বাণকোষ’ তথ্যমতে, কলকাতার স্ট্যাভার্স কোম্পানি সর্বপ্রথম বাংলা পঞ্জিকা প্রকাশ করে। তবে এতে প্রকাশের তারিখটি উল্লেখ নেই। এ পর্যন্ত প্রথম ধারা যে পঞ্জিকার সম্মান পাওয়া গেছে, সেটি ছাপা হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে।
ধারা করেছিলেন জনৈক রামহরি। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫। এই পঞ্জিকায়

একটিমাত্র চিত্র ছিল। যাতে দেখানো হয়েছে—এক দেবী সূর্যের রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।¹⁷ অপরদিকে ‘চন্দ্রোদয় যন্ত্র’ নামক একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন মনোহর। এই প্রেস থেকে মনোহর ও তাঁর পুত্র যৌথভাবে বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাস্তু ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার গ্রন্থ ও চিত্র ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন।¹⁸ তিনিই সর্বপ্রথম পঞ্জিকা সচিত্রকরণে বিষয়-বৈচিত্র্য ও অক্ষর কারুকার্যে নতুনত্ব আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সুদৃশ্য হরফে মুদ্রিত ও অলংকৃত কৃষ্ণচন্দ্রের ‘নতুন পঞ্জিকা’র প্রচার সংখ্যা ছিল চার থেকে পাঁচ হাজার।¹⁹

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় শাসনামলে নাগরিক প্রয়োজনার্থে সরকারি উদ্যোগে নতুন কলাকৌশল সংযোজনে লিথোগ্রাফি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে—[‘With the establishment of Government Lithographic Process in Presidency cities of India during 1820s a new technique was added.’]²⁰] কলকাতার ১৮৫ নং বড়বাজার স্ট্রিটে দীশ্বরচন্দ্র বসু কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল সেসময়ের বাংলা মুদ্রণের সর্বপ্রথম উন্নত মানসম্পন্ন ছাপাযন্ত্র ‘স্ট্যানহোপ’। লঙের মতে, ‘প্রেসটি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল।’²¹ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বটতলার ওই সব ছাপাখানা থেকে বাংলা বই (টাইটেল) ছাপা হয়েছিল ৩২২ খানা। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের একটি তালিকায় দেখা যায়—কলকাতায় দেশীয় লোকদের পরিচালিত ছাপাখানার সংখ্যা ৪৬টি। তার মধ্যে পঞ্জিকাই ১৯ রকম। সাধারণভাবে ওইসব বইকে বলা হত ‘বটতলার বই’।²² এই অঞ্চলের অপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেস কসাইটোলায় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে জি. পি. রায় অ্যান্ড কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। এখানে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়েছিল ‘হিন্দুহিলা নাটক’ নামক গ্রন্থটি। ভবনীপুরে ২৮নং জেলিয়াপাড়ায় ‘সুন্দরবন যন্ত্র’ নামক অপর একটি পুরনো ছাপাখানার সঞ্চান পাওয়া যায়; এবং এক সময় এখানেও অনেক উন্নত ধরনের গ্রন্থ মুদ্রিত হতো। তাছাড়া কলকাতার সবচেয়ে ভালো ছাপাখানাগুলোর অবস্থান ছিল উন্নোপস্থিতি। বটতলায় মুসলমান প্রকাশকদের যথেষ্ট কর্মতৎপরতা ছিল। এসব প্রকাশকের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানসম্পন্ন ছাপাখানার কর্ণধার ছিলেন কাজি সফিউদ্দিন ও তাঁর পুত্র কাজি সাহা ভিক। তাঁদের ‘সোলেমানি প্রেস’ এছাড়াও ‘সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরি’ নামে একটি দোকানও ছিল। তাঁরা প্রকাশিত গ্রন্থে চিত্র ছাপা ছাড়াও বড় বড় কালো হরফেও গ্রন্থ ছাপাতেন। ক্রমেই বটতলার চৌহদি পেরিয়ে ছাপাখানার বিস্তার ঘটে। যদিও বৃহত্তর কলকাতার পচিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে তেমন বিস্তার ঘটেনি। তদুপরি, সরকারি তথ্যমতে প্রতীয়মান হয়, ‘১৮৫৩-৫৪ সালে কলকাতার বাইরে ছাপাখানা বলতে বর্ধমান হ্রগলি আর হাওড়ার কঠি, আর পূর্ববঙ্গে সবেধন রংপুরের বার্তাবহ যন্ত্রালয়।’²³

১০০ গ্রন্থচিত্রন : মুদ্রণ ও প্রকাশনা

মুদ্রণশিল্পের গোড়াপত্তন ভারতবর্ষে ঘটলেও বঙ্গদেশে—কলকাতার বাইরে ঢাকায় মুদ্রণশিল্পের আগমন ঘটে অনেক দেরিতে। ঢাকা বহু প্রাচীন একটি শহর হওয়া গৈরেও এখানে এর বিকাশ তেমন ঘটেনি; কেননা, কলকাতাই ছিল তখন খ্রিস্টাব্দের সকল কার্যপ্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। ঢাকা শহরকে মুঘল শাসনামলে সুবে নাইপুর রাজধানী হিসাবে স্থীকৃত প্রদান করা হয়েছিল। এ সময় শিল্প ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্রে পরিগণিত হয়েছিল এই ঢাকা শহর। মধ্যযুগে ঢাকার মসজিদিন ও জামদানি কাপড়ের খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। শুধু তাই নয়, কাঠের শিল্প ও নাইকুর্কার্যের জন্যও ঢাকা সমুদ্রিক পরিচিত ছিল। কালেরচক্রে ঢাকা শহরে সুরম্য অঞ্চলিকা, দালানকোঠার সারি গড়ে উঠতে থাকে এবং একই সঙ্গে সার্বিক ক্ষেত্রেও অকল্পনীয় অগ্রগতি ঘটে। তাই ঢাকা শহরের এই আবহে মুঝ হয়ে চার্লস ডয়েলি তার লেখায় গুণকীর্তন করেন এভাবে: ‘ভারতবর্ষে যতগুলি সুন্দর স্থান আছে ঢাকা তার অন্যতম।’²⁴

এ সময় ঢাকাকেন্দ্রিক চারুকলা চর্চার নির্দশন খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি বিধায় ছাপা বা মুদ্রণ বিষয়ের কার্য প্রক্রিয়াও তেমনভাবে বিকাশ লাভ করেনি। তবে ব্লক থেকে কাপড়ে অলংকৃত ছাপ প্রক্রিয়া এবং মুদ্রা ছাপার জন্য ‘টাকশাল’ নামে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল এখানে। এই টাকশালকে আমরা যদি একটি প্রাচীনতম ছাপাখানা হিসাবে বিবেচনা করি তবে এদেশে এই ধরনের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মধ্যযুগেই। প্রথমে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয় সোনারগাঁও-এ, পরে ঢাকায়। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও দিল্লির সুলতান দ্বারা বিজিত হয় এবং বাংলার হিতৈয় রাজধানী হিসাবে বিকাশ লাভ করে। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও থেকে প্রথম মুদ্রা প্রচলন হয়। পরবর্তীতে আরেকটি টাকশালের সন্ধান পাওয়া যায় সোনারগাঁও-এ মোড়শ খ্রিস্টাব্দে। পর্যায়ক্রমে মুঘল ও কোম্পানি আমলে ঢাকায় টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল শাসনামলে নবাবি টাকশাল চকবাজার সম্মিকটবর্তী ইসলাম খাঁর দুর্গের মধ্যে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই স্থানে জেল হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। মুঘল রাজত্বের অবসানের পর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার টাকশালে কোম্পানির মুদ্রাদি প্রস্তুত হতো। এই খ্রিস্টাব্দে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদের টাকশাল উঠে গায়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট তারিখ হতে ঢাকায় নব প্রতিষ্ঠিত টাকশাল থেকে পুনরায় কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর পর ঢাকার টাকশালে আর কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হয়নি।²⁵

দাঙ্গরিক ও গ্রন্থ মুদ্রণের প্রয়োজনার্থেই আমাদের এই পূর্ববঙ্গের (বর্তমান পাঞ্জাবদেশ) প্রাণকেন্দ্র ঢাকা শহরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক মুদ্রণশিল্পের উন্নয়ন ঘটলেও মূলত কলকাতার পরেই ঢাকার বাইরে রংপুরে ১৮৪৭

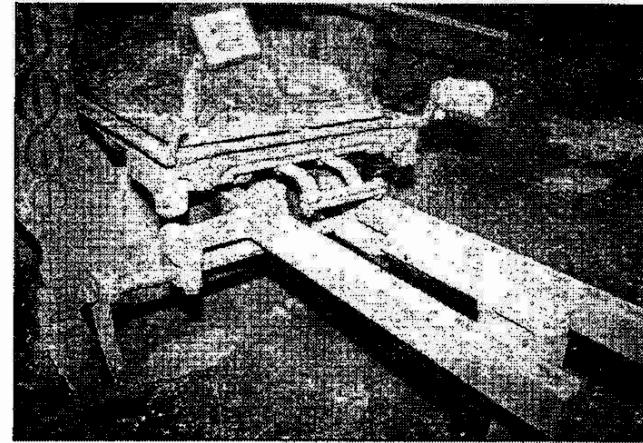
গ্রন্থচিত্রন : মুদ্রণ ও প্রকাশনা ১০১

খ্রিস্টাদে 'বার্তাবহ' ছাপযন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ববপে মুদ্রণশিল্পের সূত্রপাত। এই প্রেস থেকে একই খ্রিস্টাদে প্রকাশিত হয় 'রংপুর বার্তাবহ' শীর্ষক একটি সাংগীতিক পত্রিকা। এই পত্রিকাকে পূর্ববঙ্গের প্রথম পত্রিকা বলে মনে করা হয়। রংপুর কুষ্টি পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রাথমিক আর্থানুকূল্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গুরুচরণ রায় ছিলেন এর সার্বিক পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে।^{১৫} রংপুরের বার্তাবহ ছাপযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ১৮৪৯ খ্রিস্টাদে ইস্ট বেঙ্গল মিশনারি সোসাইটি দ্বারা ঢাকায় 'কাটরা প্রেস' নামক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রেসের প্রিটার ছিলেন সুইস নাগরিক স্যামুয়েল বোস্ট। ১৮৫৬ খ্রিস্টাদে 'ঢাকা নিউজ প্রেস' ইংরেজরা প্রতিষ্ঠা করে।^{১৬} বাঙালিদের উদ্যোগে ঢাকা ছাপাখানার মুখ দেখে ১৮৬০ খ্রিস্টাদে। ছাপাখানার নাম 'বাঙালা যন্ত্র'। প্রথম বছরেই এই যন্ত্রে ছাপা হয় ছফনামে দীনবঙ্গ মিত্রের 'নীলদর্পণ'।^{১৭} ঢাকাতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে ছিলেন বজ্জন্মন্দ মিত্র, ভগবান চন্দ্র বসু, কাশিকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।^{১৮} ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাদে।^{১৯} যতদ্বয় জানা যায়, ১৮৬৬ খ্রিস্টাদের দিকে ঢাকায় তিনটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। ক্রমেই ঢাকাসহ এই বঙ্গের অন্যত্রও ছাপাখানার বিস্তার ঘটে। ফরিদপুর জেলায় আরো একটি ছাপাখানার হন্দিস পাওয়া যায়। এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'বাংলা অমৃত বাজার' নামক পত্রিকা।

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালিতে কবি, সাংহিত্যিক ও সাংবাদিক কাঞ্চল হরিনাথ এবং কয়েকজন বিদ্যোৎসাহীর অনুকূল পরিশ্রমে ১৮৭৩ খ্রিস্টাদে 'মধুরানাথ প্রেস' বা 'গ্রামবার্তা প্রেস' স্থাপিত হয়েছিল (চিত্র ১০, ১১)। এ প্রেস স্থাপনে টাকা, প্রেসের ঘন্ট উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন কলকাতার বিদ্যারত্ন প্রেসের মালিক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এছাড়াও 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' সংবাদে উল্লেখিত তথ্যে পাওয়া যায়: 'গ্রামবার্তার হিতৈষী ডানাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ সরকার মহাশয় মুদ্রাখন্ত সংস্থাপনার্থ একদা ৫ (পাঁচ) টাকা দান করিয়াছেন।'^{২০} প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য করা যায়:

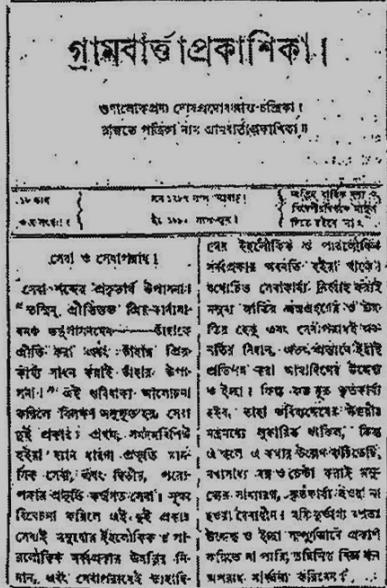
প্রেসের মুদ্রণযন্ত্রটি ১৮৫৭ সালে লভনের ফিনসবেরী স্ট্রিটের Clymber Dixon & Company-তে নির্মিত হয়েছিল। শোনা যায় এ মুদ্রণযন্ত্রটি কলকাতার এক জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে স্থাপন করে ত্রিপুরবিরোধী প্রচার-পুস্তিকা ছাপা হতো। ত্রিপুর সরকারের পুলিশি তৎপরতায় সেটি উদ্ধার করে নিলামে বিক্রি হয়েছিল। নিলামে মেশিনটি কিনে হরিনাথের তথা গ্রামবার্তার 'কলিকাতাস্থ বঙ্গুরণ' কুমারখালী পাঠিয়েছিলেন।^{২১}

কলকাতার বটতলার মতো গ্রাহ মুদ্রণের ধারক ও বাহক হিসাবে ঢাকার কেবতাবপত্রি মুদ্রণশিল্পের সৃতিকাগার হয়ে ওঠে। চকবাজারের কেতোবপত্রিতে



চিত্র ১০ : কবি, সাংহিত্যিক, সাংবাদিক কাঞ্চল হরিনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণেল
'গ্রামবার্তা প্রেস' বা 'মধুরানাথ প্রেস' (বর্তমানে খণ্ডিত অংশবিশেষ), ১৮৭৩ খ্রিস্টাদ
ধর্মীয় গ্রন্থই বেশি মুদ্রিত হতো। বটতলার মুসলমানি গ্রন্থ আর কেতোবপত্রির
মুসলমানি গ্রন্থের বিষয়বস্তু, আকার-আকৃতির মধ্যে তেমন কোনো প্রভেদ লক্ষ করা
যায় না। শুধু ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই গ্রন্থগুলোকে চিত্রিত করা হয়নি, এমন কথা
নির্দিষ্টায় স্থীকার করা যায় না। কেননা একটি নিবন্ধে এ যাবৎ ঢাকায় মুদ্রিত একটি
সচিত্রগ্রন্থের নির্দর্শন রয়েছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছাপাখানার অন্যতম গবেষক
উইলিয়াম আর্চার গ্রাহাম শো-এর এই উদ্ভূতির মাধ্যমে: 'The only illustrated
book listed is Sitanath Basak's 5-page *Silpa siksha*, a few general rules, with illustration,... for drawing figures and forms of
flowers, leaves, creepers &c. printed at the Shital Yantra 1885.
... If the author was the printer Sitanath Basak then he was
evidently an artist and engraver also.'^{২২}

বিংশ খ্রিস্টাদের চালিশের দশকের শেষের দিকে মানসমত ছবি ছাপার জন্য
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলকাতার ব্লকসমূক্ষ ছাপাখানাগুলোর উপর নির্ভরশীলতা ছিল।
তবে ঢাকার ছাপাখানাগুলোতেও কমবেশি উন্নত ছাপা হতো। এর প্রমাণ মেলে এই
তথ্যে: 'ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত সুপ্রাচীন সাহিত্য পত্রিকা 'সৌরভ'-এর ছাপার
মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। এই পত্রিকায় প্রায়শ রঙিন ছবি ছাপা হতো। বিখ্যাত শিল্পী
হেমেন মজুমদারের 'নগিতা' ছবিটি ছাপা হয়েছে একটি সংখ্যায়। মূল পাঠ্যবস্তু
থেকে ছবি ছাপানো পৃষ্ঠাটি অনেক উন্নতমানের এবং ছবিগুলি ভিন্ন প্রেসে ছাপা



তি ১১ : কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক কাব্যল হরিনাথ কৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 'আমবাৰ্তা প্ৰেস' বা 'মথুৱানাথ প্ৰেস'-এ মুদ্ৰণ বাংলা হৰফে মুদ্ৰিত 'আমবাৰ্তা প্ৰকাশিকা' পত্ৰিকা'-এৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা,
জুন ১৮১৩

হতো এবং প্ৰত্যেকটিৰ নীচে প্ৰেসেৰ নাম মুদ্ৰিত হতো। যেমন 'আগতোষ প্ৰেস, ঢাকা।'^{১০৪} উপৰোক্ত তথ্যে আমোৱা অনেকটাই অনুধাবন কৰতে পাৰিব যে, কলকাতা ও ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় ছবি ছাপাবলৈ জন্য বুক কম্বেশি প্ৰচলন ছিল।

উপসংহার : আমাদেৱ এই ভাৰত উপমহাদেশেৰ গোয়ায় এবং পৱৰত্তীকালে অবিভক্ত বাংলাৰ কলকাতায় ইউৱোপীয়দেৱ সাহচাৰ্যে মুদ্ৰণশিল্পেৰ অঞ্চল্যাত্মা। কলকাতাৰ বটতলায় এই শিল্পেৰ বিস্তাৱেৰ চৌহদি পেৱিয়ে পূৰ্ব বাংলা তথা বাংলাদেশেৰ রংপুৰে এই শিল্পেৰ গোড়াপতল। কালকৰ্মে ঢাকাসহ দেশেৰ বিভিন্ন স্থানে এই শিল্পেৰ ব্যাপক বিস্তাৱ ঘটে। অবিভক্ত বাংলা মুদ্ৰণশিল্পেৰ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ উভয়ণেৰ ফলশ্ৰুতিতে রাষ্ট্ৰীয়কাৰ্য, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পৰিমণালৈ কৰ্মকাণ্ডেৰ তথ্য সংগ্ৰহ ও প্ৰচাৰাৰ্থে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে—এই কথা নিৰ্দিষ্টায় স্থীকৰণ কৰা সমীচীন বলে মনে কৰিব।

তথ্যসূত্ৰ

1. Wikipedia, the free encyclopedia
2. ভাৰতকোৰ, প্ৰথম খঙ, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পৱিষ্ঠি, ১৮৮৬ শকাৰ), পৃ. ৫৬২।
3. Bhavna Kakar, "Print making: Story and History", editor of Art and Deal Magazinc traces the history of Indian Print making... (The Voice of Indian Contemporary art) http://www.artconcerns.net/2007jan1/html/essay_Printmaking1.htm,
8. রাধাভূসাদ গুৰি, "ছাপাখানা : চীন থেকে চিনসুৱা", চিত্ৰঞ্জন বন্দেোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুইশতকেৰ বাংলা মুদ্ৰণ ও প্ৰকাশন, (কলকাতা : আনন্দ পাৰিশৰ্শাৰ্স লি., ১৯৮১), পৃ. ১৮।
৫. তদেব, পৃ. ঐ।
৬. শ্ৰী পাঞ্চ, বটতলা (কলকাতা : আনন্দ পাৰিশৰ্শাৰ্স প্রা. লি., ১৯৯৭), পৃ. ৭৪। [ভাৰতে ছাপাখানা ইতিহাসেৰ জন্য দ্রষ্টব্য : Priakar, A.k. The printing press India, Bombay, 1958 এবং শ্ৰী পাঞ্চ; যখন ছাপাখানা এলো, কলকাতা, ১৯৭১]
৭. সুকুমাৰ সেন, বটতলাৰ ছাপা ও ছবি, (কলকাতা: আনন্দ পাৰিশৰ্শাৰ্স লিমিটেড, ২০০৮), পৃ. ২৫।
৮. শ্ৰী পাঞ্চ, বটতলা, পৃ. ৭৫ [Halhed, N.B. A Grammar of the Bengal Languse, Calcutta, 1979, (Reprint), Preface, p.XXIV.]
৯. মহিউদ্দীন আহমেদ, মুদ্ৰণশিল্প, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি), ১৯৮৫, পৃ. ৬৮।
১০. শ্ৰী পাঞ্চ, বটতলা, পৃ. ৭৪ [Shaw, Graham, printing in Calcutta to 1800, London, 1981.]
১১. নিশীথৰঞ্জন রায়, "তিনি পথিকৃৎ : উইলকিঙ্স-পঞ্চানন-মনোহৱ", চিত্ৰঞ্জন বন্দেোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুইশতকেৰ বাংলা মুদ্ৰণ ও প্ৰকাশন, পৃ. ৫৫। 'ক্যালকাটা শ্ৰীচিয়ন অবজাৰভাৱ', ১৮৩৪ থেকে 'সংবাদপত্ৰে সেকালেৰ কথা' ২য় খঙ, পৃ. ৭৪০ থেকে উদ্বৃত্ত।
১২. শ্ৰী পাঞ্চ, বটতলা, পৃ. ৭৫।
১৩. সুকুমাৰ সেন, "বটতলাৰ বই", চিত্ৰঞ্জন বন্দেোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুই শতকেৰ বাংলা মুদ্ৰণ ও প্ৰকাশন, পৃ. ২৭০-৭১।
১৪. শ্ৰী পাঞ্চ, বটতলা, পৃ. ৭৭।
১৫. কমল সৱকাৰ, "বাংলা বইয়েৰ ছবি (১৮১৬-১৯১৬)", চিত্ৰঞ্জন বন্দেোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুই শতকেৰ বাংলা মুদ্ৰণ ও প্ৰকাশন, পৃ. ৩১৩।
১৬. তদেব, পৃ. ঐ।
১৭. শ্ৰী পাঞ্চ, বটতলা, পৃ. ২৩।

১৮. অবীর সরকার, “কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার”, চিত্ররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, পৃ. ৮৫।
১৯. তদেব, পৃ. ৮৬।
২০. Bhavna Kakar, "Print making: Story and History", editor of Art and Deal Magazine traces the history of Indian Print making. ... (The Voice of Indian Contemporary art) http://www.artconcerns.net/2007jan1/html/essay_Printmaking1.htm
২১. সুকুমার সেন, “বটতলার বই”, বটতলার ছাপাও ছবি, পৃ. ২৭২।
২২. শ্রী পাঞ্চ, বটতলা, পৃ. ৭৭।
২৩. তদেব, পৃ. ১৩।
২৪. চার্লস ডয়েলি, ঢাকার প্রাচীন নির্দশন, (ঢাকা : ১৯৯১), পৃ. ১৭।
২৫. রশীদ আমিন, “ছাপচিত্র”, লালারুখ সেলিম (সম্পা.), চারঞ্চ ও কারঞ্চকলা, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ. ১৫৭।
২৬. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর খান, “ঢাকার সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশ”, ইফতিখার উল-আওয়াজ (সম্পা.), ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী বিবর্তন ও বিকাশ, (ঢাকা : ২০০৩), পৃ. ১৯৭।
২৭. রশীদ আমিন, “ছাপচিত্র” চারঞ্চ ও কারঞ্চকলা, পৃ. ১৫৭।
২৮. শ্রী পাঞ্চ, বটতলা, পৃ. ১৩।
২৯. রশীদ আমিন, “ছাপচিত্র”, চারঞ্চ ও কারঞ্চকলা, পৃ. ১৫৮।
৩০. তদেব, পৃ. ঐ।
৩১. জামাল এ. নাসের চৌধুরী, কাঞ্চল হরিনাথ মাটির কাছের মানুষ, (ঢাকা : এক মুঠো রোদ্দুর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬), পৃ. ৪৭ [‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ, (এপ্রিল, ১৮৮১)]
৩২. তদেব, পৃ. ঐ [‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, কার্তিক, তৃতীয় সপ্তাহ (নভেম্বর ১৮৭২)]
৩৩. রশীদ আমিন, “ছাপচিত্র”, চারঞ্চ ও কারঞ্চকলা, পৃ. ১৫৮।
৩৪. তদেব, পৃ. ঐ।

ড. মোঃ আবদুস সোবহান হীরা, সহযোগী অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে অতিদ্রুতগতিতে বহুসংখ্যক হারেও গ্রন্থ, পত্রিকা, প্রচারকার্য ও অন্যান্য বিষয়াদি ছাপার পরিধি বৃদ্ধি পায়। এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সাশ্রয়ে এই মুদ্রণশিল্পের প্রসার ঘটে। পর্যায়ক্রমে আধুনিক প্রযুক্তিতে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে অফসেট প্রিন্টিং (Offset printing), ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে লেজার প্রিন্টিং (Laser printing), ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ক্রিনপ্রিন্টিং এবং ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ডিজিটাল প্রিন্টিং (Digital printing) উভাবনের ফলে মুদ্রণশিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

২. অবিভক্ত বাংলায় মুদ্রণশিল্পের উত্তরণ

এক সময় ভারতবর্ষে হস্তলিখিত গ্রন্থের প্রচলন ছিল। এই লিখিত গ্রন্থের অবসান ঘটিয়ে সর্বপ্রথম ভারতের পশ্চিম উপকূল গোয়ায় পর্তুগিজ খ্রিস্টান ধর্মীয় সংঘ মিশনারিয়া খ্রিস্টান ভাবাদর্শের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রচারের কৌশল হিসাবে গ্রন্থ মুদ্রণের পরিকল্পনা করেন। এই লক্ষ্যে পশ্চিমা দেশের সমসাময়িককালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের এই উপমহাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ছাপাখানার আর্বিভাব ঘটে। এই ছাপাখানা আগমনের পরই কাগজে ব্লক দিয়ে গ্রন্থ ছাপা বা মুদ্রণের সূত্রপাত। ভারতকোষের তথ্য মতে, ‘পর্তুগীজদের অনুসরণে ভারতে মুদ্রণ পদ্ধতি অনুপ্রবেশ করে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে।’^১ গোয়ায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে কাঠ বা ধাতুপাতে খোদাই ব্লকের সাহায্যে কাগজে একাধিক ছাপ নেওয়া সম্ভব এই উপমহাদেশে তা অজানাই ছিলো। এবং এই চিন্তাচেতনা বাস্তবে রূপদানকলে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর লিসবন থেকে মিশনারিয়া কাঠসহযোগে তৈরি নড়ানো-চড়ানো সম্ভব এ ধরনের দুটি সচল মুদ্রণযন্ত্র জাহাজ দিয়ে গোয়ায় নিয়ে আসেন। [‘They imported printing press and movable types from Lisbon and on 6th September 1556 two wooden Presses arrived in Goa by ship.].’^২

ভারতে আগত মুদ্রণযন্ত্রের সুদক্ষ কারিগর জয়ে ডি বাস্টামেন্টি (Joao de Bustamante)-এর তত্ত্বাবধানে অল্পদিনের মধ্যে মিশনারিয়া তাঁদের আনা দুটি মুদ্রণযন্ত্র গোয়ায় প্রতিষ্ঠাপন করেন। এবং এই খ্রিস্টাব্দেই তাঁরা সর্বপ্রথম পর্তুগিজ ধর্ম বিষয়ক ‘কনকুসোয়েস এ উত্তরাস কয়সাস’ (Concluse-e-Otras Coisas) নামক গ্রন্থটি মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির মাধ্যমেই আমাদের ভারতবর্ষে ছাপার গোড়াপত্তন বলা যায়। এ সময়ে আরও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রন্থও মুদ্রিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনন্ত কাকবা প্রিয়োলকার

বোঝপুরুষাং পুক্ষান্তঃ
তিয়াজিতা পুনর্বার্থ
ক্ষয়তে হালদণ্ডী

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE

BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দো-স্যোপি মস্যাট্টু নয়নঃ পুনর্বার্থঃ
পুনৰ্মাণ্য রূপস্য ক্ষমাবকুণ্ড নৱঃ কথঃ॥

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
MDCCLXXVIII.

চিত্র ৬ : মুভেবল হরফে মুদ্রিত হলহডের ‘এ
গ্রামার অব দি বেঙ্গল লেঙ্গুয়েজ’ গ্রন্থের পৃষ্ঠা

শ স ব ত ত ত ত
গ এ খ ও ঞ ঞ ঞ
ম গ ছ চ ছ জ ক ছ
চ ত ত শ ত শ দ দ দ
ব ব ত ম য ব শ ব
প ঘ খ ঙ ক ক
শ শ ক ক শ শ শ
ক ক ক ক ক ক ক

চিত্র ৭ : মুভেবল হরফে মুদ্রিত হলহডের ‘এ
গ্রামার অব দি বেঙ্গল লেঙ্গুয়েজ’ গ্রন্থের পৃষ্ঠা

A GRAMMAR OF THE
BENGAL LANGUAGE
সেনী দেখি সোমদত্ত অচল ভূল ।
শুড়াখড়ি যাহা মুহ করে দুই জন ॥
তবে সেনী যাহা কেলালি ধৰে তার মূলে ।
দেখিয়া ইঁল হাস ছত সত্তা উল ॥
কেলে থবি চড় যাবে বক্তুর স্যাল ।
এক চড় দত জানি করে থাল থাল ॥
তবে সত্ত পুঁচ ইহা নিবাবল কৈল ।
আভিযালে সোমদত্ত দেলেবে চলিল ॥
সত্তা যায়ে সোমদত্ত পাইয়া আভিযাল ।
তপস্যা কৰিতে বলে বক্তিল পঁয়াল ॥
ছাদপ রসুর সেই কৈল অনাঘৰে ।
এক চিত্ত সোমদত্ত সেবে মহে থৰে ॥
উপস্থায় বস ইল দেব দিগ্মৰ ।
হয়তে চড়িয়া আইন বলের ভিতর ॥
শিব বলে বর যাও সুবই বাজল ।
এত বলি সোমদত্ত তাকে পঞ্চাল ॥

শান্ত

চিত্র ৮ : মুভেবল হরফে মুদ্রিত হলহডের ‘এ
গ্রামার অব দি বেঙ্গল লেঙ্গুয়েজ’ গ্রন্থের পৃষ্ঠা

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুদ্রণশিল্পে বাংলা হরফ নির্মাণ করে অমর হয়ে আছেন ডিল্কিন্স। তাঁর এই কর্ম্যজ্ঞকে সফল করতে সহযোগিতার হাত বাঢ়িয়ে

দিয়েছিলেন জোসেফ শেফার্ড ছাড়াও বাঙালি কারিগর পঞ্চানন কর্মকার ও ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড তাঁর বিখ্যাত বাংলা ব্যকরণ গ্রন্থটি ছাপানোর সময় বাংলা হরফ তৈরির ক্ষেত্রে চার্লস উইল্কিন্সের পূর্বত্ত্বের কথা একবাক্যে স্বীকার করে এই গ্রন্থে লিখেছেন: তিনিই ছিলেন পাতুবিদ্যাবিশারত, খোদাই শিল্পী, ঢালাইকারী এবং মুদ্রাকর। [‘he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the engraver, the founder and the printer.’^{১৫}]. বাংলা অক্ষর বিশেষত বাংলা সাটে (ফাউন্টে) অক্ষর কাটা অন্যান্য ভাষার অক্ষর কাটা থেকে জটিলতর হওয়া সত্ত্বেও উইল্কিন্স অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তা সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু হলহেডের বাংলা ব্যকরণ গ্রন্থটি ছাপাতে তাঁর কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না; ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি কোম্পানির ছাপাখানার জন্য বাংলা হরফের নতুন একটা সাট (ফাউন্ট) তৈরি করেন এবং এই হরফে কোম্পানির ছাপাখানা থেকে একটি গ্রন্থমালা প্রকাশিত হয়েছিল।^{১৬}

কলকাতায় অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দের দিকে সতেরটি ছাপাখানা এবং মুদ্রাকরের সংখ্যা ছিলো চল্লিশজন। এন্দের সকলেই ছিলেন ইউরোপিয়ান। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁরা কমপক্ষে ৩৬৮টি গ্রন্থ ছেপেছিলেন।^{১৭} গ্রন্থ ছাড়াও এ সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাও ছাপা হয়েছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে স্থাপিত ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে উইলিয়াম কেরির তত্ত্বাবধানে বাইবেল, খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত বাংলা, ভারতীয় এবং অন্যান্য ভাষায় গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল। এছাড়াও ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র ‘সমাচার দর্পণ’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। পূর্বোল্লেখিত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেডের বিখ্যাত ‘বাংলা ব্যকরণ’ গ্রন্থটি ছাপানোর সময় বাংলা হরফ তৈরির ক্ষেত্রে চার্লস উইল্কিন্সকে সহযোগিতা করেছিলেন দুজন বাঙালি কারিগর। উইল্কিন্সসহ বাঙালি কারিগর পঞ্চানন কর্মকারের এই প্রয়াসকে স্বীকৃতি জানিয়ে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ‘ক্যালকাটা ক্রিস্চিয়ান অবজার্ভার’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জওয়া মার্সম্যান লিখেছেন: ‘A native named Panchanan, of the caste of Smiths, who had been instructed in cutting punches by Lieut. Wilkins, and wrought at the same bench with him in cutting the Bengali fount of types.’^{১৮}

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে—ইংরেজদের ছাপাখানায় বাঙালি কারিগরেরা যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করেছে, তার যথেষ্ট নির্দর্শন আমরা পাই ১৮০৭ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে ছাপাকৃত বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রপত্রিকাসমূহে। অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বাংলা হরফ সূচনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থ মুদ্রণের পথ

সুগম হলে উনবিংশ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে লেখক ও মুদ্রাকরেরা গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে কলকাতায় ভারতীয়দের প্রথম ছাপাখানা খিদিরপুরে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়।^{১২} এই ছাপাখানার কর্ণধার ছিলেন বাবুরাম নামক এক ভদ্রলোক। এসব ছাপাখানাতেও ব্রিটিশ কর্মচারী উইল্কিন্সের অক্ষর টাইপ-ছাঁচই ব্যবহৃত হতো।

কলকাতার লালদিঘি পাড়ায় ইউরোপীয়দের পরিচালনায় ছাপাখানা গড়ে ওঠে অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দে; অন্যদিকে উনবিংশ খ্রিস্টাব্দে বাঙালিদের ছাপাখানার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সুতানুটি। শোভাবাজারের বালাখানায় অবস্থিত ছিল ‘বাঙ্কা বটতলা’। বর্তমানে এই বটতলা শহরের পুলিশ স্টেশন হিসাবে পরিচিত। কালকৃমে মুদ্রণশিল্পের সূতিকাগার হিসাবেই বটতলার পরিধি বেড়ে যায়। সুকুমার সেন ‘বটতলার বই’ প্রবন্ধে বটতলার এলাকাজুড়ে গড়েওঠা এদেশীয় বাঙালিদের স্থাপিত বাংলা ছাপাখানার অবস্থানকে কয়েকটি অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করে লিখেছেন এভাবে :

১ মূল বাঁধা বটতলা (শোভাবাজার বালাখানা, দরজীটোলা, কুমোরটুলি, গুরাণহাটা, আহিরীটোলা)। ক দরজীপাড়া, সিমলে। খ শ্যামবাজার, বাগবাজার, টালবাগান লেন। গ পাথুরেঘাটা, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো, ডোমপাড়া, চোরবাগান। ঘ ঝামাপুকুর, ঠনঠনে, পটলডাঙা, বারসিমলে, শিয়ালদ। ২ বড়বাজার, আড়পুলি, কলুটোলা, সেকরাপাড়া, বউবাজার, চাঁপাতলা, লালবাজার, মুদিয়ালী, কসাইটোলা, ধর্মতলা। ৩ ভবানীপুর, সাহানগর।^{১৩}

এই বটতলায় প্রথম ‘ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা’ করেন বিশ্বনাথ দেব। ‘তাঁর ছাপাখানা থেকে প্রথম বই (imprint) বের হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে।’^{১৪} ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে আড়পুলিতে বাঙালিদের অন্যতম প্রথম ছাপাখানা হরচন্দ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এটি ‘বাঙালি যন্ত্র’ নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এখান থেকে রামমোহন রায়ের বেশকিছু গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। মূলত উইল্কিন্স-এর নির্মিত অক্ষর ছাপার ৩৮ বছর পর কলকাতায় সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানির ছাপাখানা থেকে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ‘অনন্দামঙ্গল’ সচিত্র গ্রন্থ মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে কমল সরকারের এই উদ্ধৃতিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানীর ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত ৩১৮ পৃষ্ঠার ভারতচন্দ রায় গুণাকরের যে ‘অনন্দামঙ্গল’-র সংস্করণটি গঙ্গাকিশোর প্রকাশ করেন সেটিই বাংলা ভাষার এ পর্যন্ত জ্ঞাত প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। বাংলার শিল্পীদের চিরাক্ষিত প্রথম গ্রন্থরপেও অভিহিত হতে পারে গঙ্গাকিশোর-প্রকাশিত এই ‘অনন্দামঙ্গল’। গ্রন্থটি এনগ্রেভিং চিত্রে (ধাতু ও কাঠখোদাই) শোভিত হলেও যাত্র দুটি চিত্রই স্বাক্ষরিত। এ দুটি ধাতু খোদাই চিত্রের নীচে খোদিত আছে: Engraved by Ramchaund Roy. সম্বতঃ রামচাঁদের সঙ্গে অন্য কোনো শিল্পী

একটিমাত্র চিত্র ছিল। যাতে দেখানো হয়েছে—এক দেবী সূর্যের রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।^{১৭} অপরদিকে ‘চন্দ্রোদয় যন্ত্র’ নামক একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন মনোহর। এই প্রেস থেকে মনোহর ও তাঁর পুত্র ঘোথভাবে বিশিষ্টরপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাঙ্গলা ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার গ্রন্থ ও চিত্র ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন।^{১৮} তিনিই সর্বপ্রথম পঞ্জিকা সচিক্রিয়ে বিষয়-বৈচিত্র্য ও অক্ষর কারুকার্যে নতুনত্ব আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সুন্দর্য হরফে মুদ্রিত ও অলংকৃত কৃষ্ণচন্দ্রের ‘নতুন পঞ্জিকা’র প্রচার সংখ্যা ছিল ঢার থেকে পাঁচ হাজার।^{১৯}

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় শাসনামলে নাগরিক প্রয়োজনার্থে সরকারি উদ্যোগে নতুন কলাকৌশল সংযোজনে লিথোগ্রাফি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে—[‘With the establishment of Government Lithographic Process in Presidency cities of India during 1820s a new technique was added.’^{২০}] কলকাতার ১৮৫ নং বড়বাজার স্ট্রিটে ইশ্বরচন্দ্র বসু কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল সেসময়ের বাংলা মুদ্রণের সর্বপ্রথম উন্নত মানসম্পন্ন ছাপাযন্ত্র ‘স্ট্যানহোপ’। লঙ্গের মতে, ‘প্রেসটি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল।’^{২১} ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বটতলার ওই সব ছাপাখানা থেকে বাংলা বই (টাইটেল) ছাপা হয়েছিল ৩২২ খানা। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের একটি তালিকায় দেখা যায়—কলকাতায় দেশীয় লোকদের পরিচালিত ছাপাখানার সংখ্যা ৪৬টি। তার মধ্যে পঞ্জিকাই ১৯ রকম। সাধারণভাবে ওইসব বইকে বলা হত ‘বটতলার বই’।^{২২} এই অঞ্চলের অপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেস কসাইটোলায় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে জি. পি. রায় অ্যান্ড কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। এখানে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়েছিল ‘হিন্দুমহিলা নাটক’ নামক গ্রন্থটি। ভবনীপুরে ২৮নং জেলিয়াপাড়ায় ‘সুন্দরবন যন্ত্র’ নামক অপর একটি পুরনো ছাপাখানার সন্ধান পাওয়া যায়; এবং এক সময় এখানেও অনেক উন্নত ধরনের গ্রন্থ মুদ্রিত হতো। তাছাড়া কলকাতার সবচেয়ে ভালো ছাপাখানাগুলোর অবস্থান ছিল উত্তরপাড়ায়। বটতলায় মুসলমান প্রকাশকদের যথেষ্ট কর্মতৎপরতা ছিল। এসব প্রকাশকের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানসম্পন্ন ছাপাখানার কর্ণধার ছিলেন কাজি সফিউদ্দিন ও তাঁর পুত্র কাজি সাহা ভিক। তাঁদের ‘সোলেমানি প্রেস’ এছাড়াও ‘সিন্দিকিয়া লাইব্রেরি’ নামে একটি দোকানও ছিল। তাঁরা প্রকাশিত গ্রন্থে চিত্র ছাপা ছাড়াও বড় বড় কালো হরফেও গ্রন্থ ছাপাতেন। ক্রমেই বটতলার চৌহদি পেরিয়ে ছাপাখানার বিস্তার ঘটে। যদিও বৃহত্তর কলকাতার পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে তেমন বিস্তার ঘটেনি। তদুপরি, সরকারি তথ্যমতে প্রতীয়মান হয়, ‘১৮৫৩-৫৪ সালে কলকাতার বাইরে ছাপাখানা বলতে বর্ধমান, ভগলি আর হাওড়ার কটি, আর পূর্ববঙ্গে সবেধন রংপুরের বার্তাবহ যন্ত্রালয়।’^{২৩}

খ্রিস্টাদে ‘বার্তাবহ’ ছাপযন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গে মুদ্রণশিল্পের সূত্রপাত। এই প্রেস থেকে একই খ্রিস্টাদে প্রকাশিত হয় ‘রংপুর বার্তাবহ’ শীর্ষক একটি সাংগঠিক পত্রিকা। এই পত্রিকাকে পূর্ববঙ্গের প্রথম পত্রিকা বলে মনে করা হয়। রংপুর কুন্তী পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রাথমিক আর্থানুকূল্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গুরুত্বরণ রায় ছিলেন এর সার্বিক পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে।^{১৬} রংপুরের বার্তাবহ ছাপযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ১৮৪৯ খ্রিস্টাদে ইস্ট বেঙ্গল মিশনারি সোসাইটি দ্বারা ঢাকায় ‘কাটো প্রেস’ নামক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রেসের প্রিন্টার ছিলেন সুইস নাগরিক স্যামুয়েল বোস্ট। ১৮৫৬ খ্রিস্টাদে ‘ঢাকা নিউজ প্রেস’ ইংরেজরা প্রতিষ্ঠা করে।^{১৭} বাঙালিদের উদ্যোগে ঢাকা ছাপাখানার মুখ দেখে ১৮৬০ খ্রিস্টাদে। ছাপাখানার নাম ‘বাঙালা যন্ত্র’। প্রথম বছরেই এই যন্ত্রে ছাপা হয় ছন্দনামে দীনবঙ্গ মিত্রের ‘নীলদর্পণ’।^{১৮} ঢাকাতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে ছিলেন বজ্রসুন্দর মির্জা, ভগবান চন্দ্র বসু, কাশিকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।^{১৯} ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ‘ঢাকা প্রকাশ’ প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাদে।^{২০} যতদূর জানা যায়, ১৮৬৬ খ্রিস্টাদের দিকে ঢাকায় তিনটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। ক্রমেই ঢাকাসহ এই বঙ্গের অন্যত্রও ছাপাখানার বিস্তার ঘটে। ফরিদপুর জেলায় আরো একটি ছাপাখানার হন্দিস পাওয়া যায়। এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ‘বাংলা অমৃত বাজার’ নামক পত্রিকা।

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালিতে কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ এবং কয়েকজন বিদ্যোৎসাহীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৮৭৩ খ্রিস্টাদে ‘মথুরানাথ প্রেস’ বা ‘গ্রামবার্তা প্রেস’ স্থাপিত হয়েছিল (চিত্র ১০, ১১)। এ প্রেস স্থাপনে টাকা, প্রেসের যন্ত্র উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন কলকাতার বিদ্যারত্ন প্রেসের মালিক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এছাড়াও ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ সংবাদে উল্লেখিত তথ্যে পাওয়া যায়: ‘গ্রামবার্তার হিতেষী ডানাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ সরকার মহাশয় মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনার্থ একদা ৫ (পাঁচ) টাকা দান করিয়াছেন।’^{২১} প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য করা যায়:

প্রেসের মুদ্রণযন্ত্রটি ১৮৫৭ সালে লন্ডনের ফিনসবেরী স্ট্রিটের Clymer Dixon & Company-তে নির্মিত হয়েছিল। শোনা যায় এ মুদ্রণযন্ত্রটি কলকাতার এক জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে স্থাপন করে ব্রিটিশবিরোধী প্রচার-পুস্তিকা ছাপা হতো। ব্রিটিশ সরকারের পুলিশি তৎপরতায় সেটি উদ্ধার করে নিলামে বিক্রি হয়েছিল। নিলামে মেশিনটি কিনে হরিনাথের তথা গ্রামবার্তার ‘কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ’ কুমারখালী পাঠিয়েছিলেন।^{২২}

কলকাতার বটতলার মতো এই মুদ্রণের ধারক ও বাহক হিসাবে ঢাকার কেবতাবপত্তি মুদ্রণশিল্পের সূতিকাগার হয়ে ওঠে। চকবাজারের কেতাবপত্তিতে

গামৰ্বাত্ত প্ৰকাশিকা।।

ଶୁଣିଦେଖିଥୁବୁ ପ୍ରେସରାଯାଗାମୀତ୍-ଚାଲିକା ।
ପ୍ରେସରେ ପରିହିତ ନାହିଁ ଆସିଥାର୍ତ୍ତାକାଶିକା ।

<p>१८ दिन करनाली।</p>	<p>मंगलवार ११५४ वर्ष ३० अप्रैल १९७०।</p>	<p>अधिक सुनिक तथा सिंहासन वाही तिरंगे वाही।</p>
<p>देश उद्घाटन !</p>	<p>देश उद्घाटन !</p>	<p>देश उद्घाटन !</p>

চিত্র ১১ : কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক কামাল হরিনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'গ্রামবাঞ্চি প্রেস' বা 'মথুরানাথ প্রেস'-এ মুভেল বাংলা হরফে মুদ্রিত 'গ্রামবাঞ্চি প্রকাশিকা' পত্রিকা'-এর প্রথম পঞ্জ।

জুন ১৮৮৩

হতো এবং প্রত্যেকটির নীচে প্রেসের নাম মুদ্রিত হতো। যেমন ‘আগুতোষ প্রেস, ঢাকা।’^{৩৪} উপরোক্ত তথ্যে আমরা অনেকটাই অনুধাবন করতে পারি যে, কলকাতা ও ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় ছবি ছাপার জন্য ব্লক কম্বেশি প্রচলন ছিল।

উপসংহার : আমাদের এই ভারত উপমহাদেশের গোয়ায় এবং পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় ইউরোপীয়দের সাহচর্যে মুদ্রণশিল্পের অগ্রযাত্রা। কলকাতার বটতলায় এই শিল্পের বিস্তারের চৌহন্দি পেরিয়ে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের রংপুরে এই শিল্পের গোড়াপত্তন। কালক্রমে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এই শিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। অবিভক্ত বাংলায় মুদ্রণশিল্পের আধুনিক প্রযুক্তির উত্তরণের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয়কার্যে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারার্থে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে—এই কথা নির্দিষ্টায় স্বীকার করা সমীচীন বলে মনে করি।

তাঁর 'দি প্রিন্টিং প্রেস ইন ইণ্ডিয়া' (The printing press in India) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: '১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গোয়ায় মোট ৩৪টি বই ছাপা হয়, যদিও তার মধ্যে ১৫৫৬ থেকে ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ছাপা প্রথম পাঁচটি বইয়ের এখন আর কোন হিন্দিস পাওয়া যায় না।'^৪ এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পুরানো 'কম্পেন্ডিউম স্পিরিচুয়াল ডা ভিড় খ্রিস্টা' নামক যে বষ্ঠ গ্রন্থটি সংরক্ষিত রয়েছে, সেটি ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে গোয়ায় ছাপা হয়েছিলো। এই সমস্ত গ্রন্থ সচিক্রিয় কাঠখোদাইকৃত আদ্যাক্ষর, মনোগ্রাম, কলোফোনস এবং ছবির সদৃশ নামান বর্ণের ছাপচিত্র ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছিল।

অতঃপর ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ ভারতের ছাপার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। এই বছর 'দ্যুতরিনা খ্রিস্টা' বলে একটি গ্রন্থ তামিল হরফে ছাপা হয়। সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষার হরফ গনসালভস বলে একজন স্প্যানিশ মুদ্রাকর কেটেছিলেন।^৫ অবশ্য এর মূল গ্রন্থটি গোয়ায় ১৫৫৬-৬১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল। অপরদিকে ১৬৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই)-এ মুদ্রণশিল্পের সূচনা ঘটে। ধারণা জন্মে, বোম্বাইয়ে আসার সময় সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র ও কিছুসংখ্যক মুদ্রণ যন্ত্রসামগ্রী সঙে নিয়ে আসেন হেনরি হিলস নামক এক ইংরেজ অদ্বৃত। তবে আজ অবধি এ ধরনের কোনো নির্দশনের হিন্দিস মেলেনি। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর হয়ে বৈতাসনের অবসান ঘটান। ফলে কোম্পানির সরকারকে শাসিতের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এই প্রশাসনের তাগিদে তারা এদেশের লোকদের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা ও রাজনীতি জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই লক্ষ্যে আমাদের বাংলাদেশে ছাপাখানার আগমন ঘটে গোয়ায় ছাপাখানা আসার ২২২ বছর পর। অর্থাৎ 'খ্রিস্টীয় ১৭৭৭-৭৮ অন্তে'^৬

ইং-ভারতী কোম্পানির কর্মচারীদেরকে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনার্থে বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড (N.B Halhed, মে ২৫, ১৭৫১, - ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৮৩০) ইংরেজি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু, এই গ্রন্থে বাংলা ভাষায় উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরের ব্লক বা ছাঁচ তৈরির প্রয়োজন পড়ে। এই ব্লক তৈরির জন্য ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আগত হলহেডের বন্ধু ইংরেজ কোম্পানির অপর কর্মচারী সংস্কৃতজ্ঞ উইল্কিন্স (C.Wilkins, ১৭৪৯-?)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত সুদক্ষভাবে বাংলা অক্ষর বা হরফ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত হরফেই হলহেডের 'A Grammar of the Bengal Languse' গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল 'হগলিতে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা অক্ষরে মুদ্রণের ইতিহাস এই থেকেই শুরু।'^৭

(চিত্র : ৬, ৭, ৮)

খোদাই চিত্রগুলি রচনা করেন। কিংবা বাকি চারটি চিত্র কাঠখোদাই হওয়ায় শিল্পী রামচান্দের স্বাক্ষর বর্জিত। এছাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখিত আছে।^{১২}

‘অনুদামঙ্গল’ গ্রন্থে প্রথম ধাতুখোদাই ব্লকে ছাপাকৃত চিত্রটি হলো—‘অনুপর্ণা’ নামক দেবী বা মূর্তির (চিত্র ৯)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গঙ্গাকিশোর কর্তৃক বাংলা ধারায় প্রথম সচিত্র ‘অনুদামঙ্গল’ এছাটি প্রকাশিত হলেও মূলত বাংলার নিজস্ব (ভাগোলিক সীমানা পরিধির মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটিই সর্বপ্রথম সচিত্র গ্রন্থের প্রবন্ধন করেন, যা এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় :

‘এসিয়াটিক রিসার্চেস’-এর প্রথম খণ্ডে (১৭৮৮) নবম অধ্যায়ে সার উইলিয়াম জোন্স রচিত ‘অন দি গডস অব গ্রীস, ইটালি অ্যান্ড ইন্ডিয়া’ প্রবন্ধে গনেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কুবের, কার্তিক, কৃষ্ণ, সূর্য, রাঘ, নারদ, প্রমুখ দেবতার যে চৌদ্দটি পূর্ণপৃষ্ঠা ধাতুখোদাই চিত্র মুদ্রিত হয় সেগুলিই এদেশে গ্রহাকারে প্রকাশিত প্রথম চিত্রের নির্দর্শন।^{১৩}



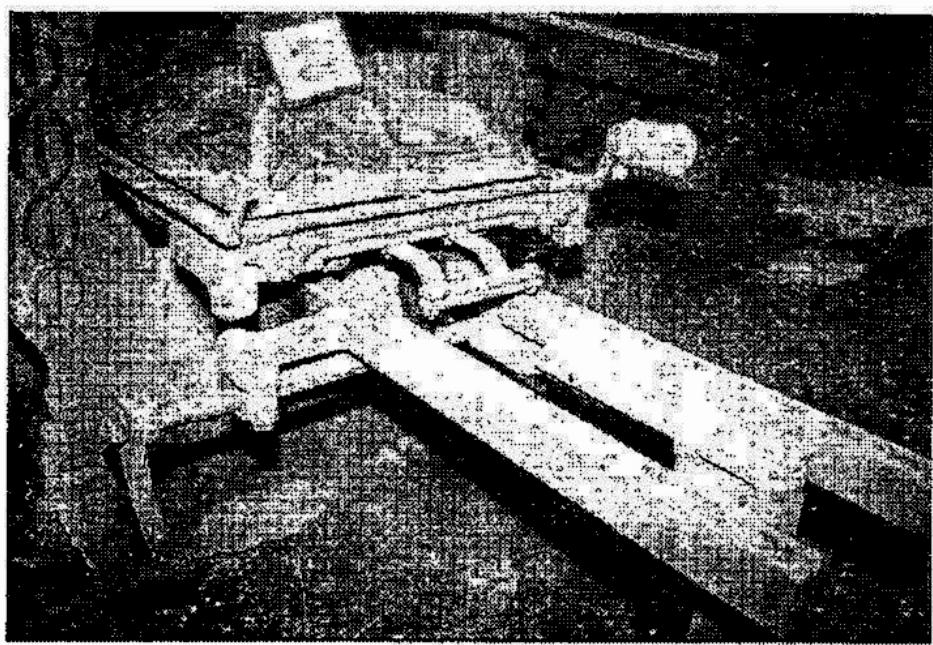
চিত্র ৯ : গঙ্গাকিশোর-প্রকাশিত ‘অনুদামঙ্গল’ এছাটিগে ব্যবহৃত ‘অনুপর্ণা’
নামক দেবীর চিত্র (মেটাল এন্থেভিং)

‘বাণকোষ’ তথ্যমতে, কলকাতার স্ট্যাভার্স কোম্পানি সর্বপ্রথম বাংলা পঞ্জিকা প্রকাশ করে। তবে এতে প্রকাশের তারিখটি উল্লেখ নেই। এ পর্যন্ত প্রথম ধারা যে পঞ্জিকার সম্মান পাওয়া গেছে, সেটি ছাপা হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে।
ধারা করেছিলেন জনৈক রামহরি। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫। এই পঞ্জিকায়

মুদ্রণশিল্পের গোড়াপত্তন ভারতবর্ষে ঘটলেও বঙ্গদেশে—কলকাতার বাইরে ঢাকায় মুদ্রণযন্ত্রের আগমন ঘটে অনেক দেরিতে। ঢাকা বহু প্রাচীন একটি শহর হওয়া গৈরেও এখানে এর বিকাশ তেমন ঘটেনি; কেননা, কলকাতাই ছিল তখন ১৮৫৮ শতাব্দীর সকল কার্যপ্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। ঢাকা শহরকে মুঘল শাসনামলে সুবে ১৮৫৮-এর রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। এ সময় শিল্প ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র পরিগণিত হয়েছিল এই ঢাকা শহর। মধ্যযুগে ঢাকার মসজিদ ও জামদানি কাপড়ের খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। শুধু তাই নয়, কাঠের শিল্প ও নারুকার্যের জন্যও ঢাকা সমধিক পরিচিত ছিল। কালেরচক্রে ঢাকা শহরে সুরম্য অট্টালিকা, দালানকোঠার সারি গড়ে উঠতে থাকে এবং একই সঙ্গে সার্বিক ক্ষেত্রেও অকল্পনীয় অগ্রগতি ঘটে। তাই ঢাকা শহরের এই আবহে মুঝ হয়ে চার্লস ডয়েলি তার লেখায় গুণকীর্তন করেন এভাবে: ‘ভারতবর্ষে যতগুলি সুন্দর স্থান আছে ঢাকা তার অন্যতম।’^{২৪}

এ সময় ঢাকাকেন্দ্রিক চারুকলা চর্চার নির্দর্শন খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি বিধায় ছাপা বা মুদ্রণ বিষয়ের কার্য প্রক্রিয়াও তেমনভাবে বিকাশ লাভ করেনি। তবে ব্লক থেকে কাপড়ে অলংকরণ ছাপ প্রক্রিয়া এবং মুদ্রা ছাপার জন্য ‘টাকশাল’ নীতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল এখানে। এই টাকশালকে আমরা যদি একটি প্রাচীনতম ছাপাখানা হিসাবে বিবেচনা করি তবে এদেশে এই ধরনের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মধ্যযুগেই। প্রথমে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয় সোনারগাঁও-এ, পরে ঢাকায়। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও দিল্লির সুলতান দ্বারা বিজিত হয় এবং বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে বিকাশ লাভ করে। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও থেকে প্রথম মুদ্রা প্রচলন হয়। পরবর্তীতে আরেকটি টাকশালের সন্ধান পাওয়া যায় সোনারগাঁও-এ ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে। পর্যায়ক্রমে মুঘল ও কোম্পানি আমলে ঢাকায় টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল শাসনামলে নবাবি টাকশাল চকবাজার সন্নিকটবর্তী ইসলাম খাঁর দুর্গের মধ্যে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ঐ স্থানে জেল হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। মুঘল রাজত্বের অবসানের পর ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার টাকশালে কোম্পানির মুদ্রাদি প্রস্তুত হতো। ঐ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদের টাকশাল উঠে গায়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট তারিখ হতে ঢাকায় নব প্রতিষ্ঠিত টাকশাল হতে পুনরায় কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ তারিখে ঢাকার টাকশালে আর কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হয়নি।^{২৫}

দাপ্তরিক ও গ্রন্থ মুদ্রণের প্রয়োজনার্থেই আমাদের এই পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রাণকেন্দ্র ঢাকা শহরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক মুদ্রণশিল্পের উন্নয়ন ঘটলেও মূলত কলকাতার পরেই ঢাকার বাইরে রংপুরে ১৮৪৭



চিত্র ১০ : কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুভেবল
'গ্রামবাৰ্জা প্ৰেস' বা 'মথুৱানাথ প্ৰেস' (বৰ্তমানে খণ্ডিত অংশবিশেষ), ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ

ধৰ্মীয় গ্রন্থই বেশি মুদ্রিত হতো। বটতলার মুসলমানি গ্রন্থ আৱ কেতাবপত্ৰিৰ
মুসলমানি গ্রন্থেৰ বিষয়বস্তু, আকাৰ-আকৃতিৰ মধ্যে তেমন কোনো প্ৰভেদ লক্ষ কৰা
যায় না। শুধু ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ কাৱণেই গ্রন্থগুলোকে চিত্ৰিত কৰা হয়নি, এমন কথা
নিৰ্দিধাৰ স্বীকাৰ কৰা যায় না। কেননা একটি নিবন্ধে এ যাৰৎ ঢাকায় মুদ্রিত একটি
সচিত্ৰগ্রন্থেৰ নিৰ্দৰ্শন রয়েছে। তাৰ প্ৰমাণ পাওয়া যায় ছাপাখানার অন্যতম গবেষক
উইলিয়াম আৰ্চাৰ গ্ৰাহাম শো-এৰ এই উদ্ভৃতিৰ মাধ্যমে: 'The only illustrated
book listed is Sitanath Basak's 5-page *Silpa siksha*, 'a few
general rules, with illustration,... for drawing figures and forms of
flowers, leaves, creepers & c'. printed at the Shital Yantra 1885.
... If the author was the printer Sitanath Basak then he was
evidently an artist and engraver also.'^{৩০}

বিংশ খ্রিস্টাব্দেৰ চলিশেৰ দশকেৰ শেষেৰ দিকে মানসম্মত ছবি ছাপাৰ জন্য
বেশিৰভাগ ক্ষেত্ৰে কলকাতাৰ ব্ৰহ্মসমূহ ছাপাখানাগুলোৱ উপৰ নিৰ্ভৱশীলতা ছিল।
তবে ঢাকাৰ ছাপাখানাগুলোতেও কমবেশি উন্নত ছাপা হতো। এৱ প্ৰমাণ মেলে এই
তথ্যে: 'ময়মনসিংহ থেকে প্ৰকাশিত সুপ্ৰাচীন সাহিত্য পত্ৰিকা 'সৌৱত'-এৰ ছাপাৰ
মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। এই পত্ৰিকায় প্ৰায়শি রঙিন ছবি ছাপা হতো। বিখ্যাত শিল্পী
হেমেন মজুমদাৱেৰ 'নগিতা' ছবিটি ছাপা হয়েছে একটি সংখ্যায়। মূল পাঠ্যবস্তু
থেকে ছবি ছাপানো পৃষ্ঠাটি অনেক উন্নতমানেৰ এবং ছবিগুলি ভিন্ন প্ৰেসে ছাপা

তথ্যসূত্র

১. Wikipedia, the free encyclopedia
২. ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৮৮৬ শকাব্দ), পৃ. ৫৬২।
৩. Bhavna Kakar, "Print making: Story and History", editor of Art and Deal Magazine traces the history of Indian Print making... (The Voice of Indian Contemporary art) http://www.artconcerns.net/2007jan1/html/essay_Printmaking1.htm,
৪. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, "ছাপাখানা : চীন থেকে চিনসুরা", চিত্ররঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুইশতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লি., ১৯৮১), পৃ. ১৮।
৫. তদেব, পৃ. ঐ।
৬. শ্রী পাত্র, বটতলা (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৭), পৃ. ৭৪। [ভারতে ছাপাখানা ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য : Prialkar, A.K. The printing press India, Bombay, 1958 এবং শ্রী পাত্র; যখন ছাপাখানা এলো, কলকাতা, ১৯৭৭।]
৭. সুকুমার সেন, বটতলার ছাপা ও ছবি, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০০৮), পৃ. ২৫।
৮. শ্রী পাত্র, বটতলা, পৃ. ৭৫ [Halhed, N.B. A Grammar of the Bengal Languse, Calcutta, 1979, (Reprint), Preface, p.XXIV.]
৯. মহিউদ্দীন আহমেদ, মুদ্রণশিল্প, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি), ১৯৮৫, পৃ. ৬৮।
১০. শ্রী পাত্র, বটতলা, পৃ. ৭৮ [Shaw, Graham, printing in Calcutta to 1800, London, 1981.]
১১. নিশীথরঞ্জন রায়, "তিন পথিকৃৎ : উইলকিঙ্গ-পঞ্চানন-মনোহর", চিত্ররঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুইশতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, পৃ. ৫৫।['ক্যালকাটা খ্রিস্টিয়ান অবজারভার', ১৮৩৪ থেকে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪০ থেকে উদ্ধৃত]
১২. শ্রী পাত্র, বটতলা, পৃ. ৭৫।
১৩. সুকুমার সেন, "বটতলার বই", চিত্ররঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, পৃ. ২৭০-৭১।
১৪. শ্রী পাত্র, বটতলা, পৃ. ৭৭।
১৫. কমল সরকার, "বাংলা বইয়ের ছবি (১৮১৬-১৯১৬)", চিত্ররঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, পৃ. ৩১৩।
১৬. তদেব, পৃ. ঐ।
১৭. শ্রী পাত্র, বটতলা, পৃ. ২৩।